ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-226 ■ 26 May, 2025 ■ আগরতলা ২৭ মে, ২০২৫ ইং ■ ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সুখ শান্তিতে বাঁচো, রুটি খাও- নাহলে আমার গুলি তৈরি আছেই

পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি মোদীর

ভুজ, ২৬ মে ।। পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের রোগ থেকে মুক্ত করতে হলে, ওদের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। সুখ-শান্তিতে বাঁচো, রুটি খাও... নাহলে আমার গুলি তো তৈরি আছেই। ভুজে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানকে এভাবেই কড়া হুশিয়ারি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গুজরাটের ভুজে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাকিস্তানের জনগণকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন। তিনি সাফ জানিয়ে দেনপাকিস্তান যদি সন্ত্রাসের পথ না ছাড়ে, তবে ভারতের পক্ষ থেকে 'উপযুক্ত জবাব' প্রস্তুত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের রোগ থেকে মুক্ত করতে হলে, ওদের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। সুখ-শান্তিতে বাঁচো, রুটি খাও... নাহলে আমার গুলি তো তৈরি আছেই।" তিনি বলেন, পাকিস্তানের সরকার ও সেনা যেভাবে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিচ্ছে, তা শুধু ভারতের জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক। কিন্তু সেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূল দায়িত্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষেরও রয়েছে। "ভারতের অবস্থান খুবই স্পষ্টসন্ত্রাসবাদ বরদাস্ত করা হবে না। যারা আমাদের নাগরিকদের ক্ষতি করবে, তাদের জবাব দেওয়া হবে, তাও তাদের ভাষাতেই," জানান প্রধানমন্ত্রী। আজ গুজরাটের ভুজে এক বিশাল জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কচ্ছের জনগণকে উদ্দেশ্য করে ৫৩,৪০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস এবং জাতির উদ্দেশ্যে উতর্গ করলেন। এই উপলক্ষে তিনি কচ্ছবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মাসহ সকল শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রধানমন্ত্রী আশাপুরা মাতার চরণে প্রণাম নিবেদন করে কচ্ছের এই পবিত্র ভূমিকে তার আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, "এই মাটি আমার জীবনের পথ নির্ধারণ করেছে।" কচ্ছের কৃষকদের অধ্যবসায়, অতীতের কঠিন সময় এবং তার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "এই অঞ্চল এক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হলেও আজ বাণিজ্য, পর্যটন ও সবুজ শক্তির এক বৃহৎ কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।" তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, একসময় ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপ থেকে কচ্ছ উঠে দাঁড়াবে কিনা তা নিয়ে অনেকে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু মানুষের সাহস ও পরিশ্রমেই আজ কচ্ছের এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ কচ্ছ ভারতের সবুজ শক্তি বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। খাভদা প্রকল্প এবং কাণ্ডলা বন্দরের মাধ্যমে এই অঞ্চল গ্লোবাল এনার্জি ম্যাপে জায়গা করে নিয়েছে।"

শ্রী মোদী ঘোষণা করেন যে, কচ্ছে তৈরি হতে চলেছে দেশের অন্যতম বৃহৎ গ্রিন হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট এবং এই প্রযুক্তি সম্পূর্ণভাবে 'মেড ইন ইন্ডিয়া'। তিনি উল্লেখ করেন, কচ্ছ ভারতের অন্যতম প্রধান সৌরশক্তি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে চোখ রাঙাচ্ছে করোনা, এক সপ্তাহে বাড়লো ৭৫৩, সক্রিয় রোগী ১০১০

নয়াদিল্লি, ২৬ মে ।। দেশে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে করোনার সংক্রমণ। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, গত সপ্তাহে যেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৫৭, সেখানে এই সংখ্যা এক লাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০১০-এ। গত কয়েক দিনে নতুন করে ৭৫৩ জন করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, রাজধানী দিল্লিতেই এক সপ্তাহে ৯৯ জনের দেহে নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে এবং বর্তমানে জাতীয় রাজধানীতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেঁড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, কেরালা বর্তমানে সর্বাধিক সক্রিয় করোনা রোগীর রাজ্য, যেখানে ৪৩০ জন সংক্রমিত। এরপরেই আছে মহারাষ্ট্র (২১০), দিল্লি (১০৪), গুজরাট (৮৩), তামিলনাড়ু (৬৯), কর্ণাটক (৪৭), উত্তরপ্রদেশ (১৫), রাজস্থান (১৩), পশ্চিমবঙ্গ (১২), পুদুচেরি (৯), হরিয়ানা (৯), অন্ধ্র প্রদেশ (৪), মধ্যপ্রদেশ (২), তেলেঙ্গানা (১), গোয়া (১) এবং ছত্তিসগড় (১)। তবে, এখনও পর্যন্ত ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড, সিকিম, পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, লাদাখ, মিজোরাম, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, দাদরা নগর হাভেলি ও দমন এবং দিও, জম্মু-কাশ্মীর, এবং ঝাড়খন্ড-এ একজনও করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেনি। মহারাষ্ট্রে করোনা-সংক্রান্ত কারণে কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেরালায় ২ জন এবং কর্ণাটকে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিক তথ্যে জানা গেছে, গত এক সপ্তাহে কেরালায় সবচেয়ে বেশি ৩৩৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তারপরে রয়েছে মহারাষ্ট্র ১৫৪ জন, দিল্লি ৯৯ জন এবং গুজরাতে ৭৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ চিহ্নিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, সম্প্রতি ভারতে দুটি নতুন কোভিড ভ্যারিয়েন্ট সনাক্ত হয়েছে এনবি.১.৮.১ এবং এলএফ.৭। তামিলনাড়ুতে এনবি.১.৮.১ এর একটি ও গুজরাটে এলএফ.৭ এর চারটি সংক্রমিত ধরা পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভ্যারিয়েন্ট দুটিকে 'পর্যবেক্ষণাধীন ভ্যারিয়েন্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বর্তমানে চিন ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে এই ভ্যারিয়েন্টগুলির জন্য সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানা গেছে।

দেশজুড়ে আইসিএমআর এবং আইডিএসপি-এর মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত অসুস্থতার নজরদারি চালানো হচ্ছে। বেশিরভাগ সংক্রমিতের দেহে হালকা ধরনের উপসর্গ দেখা গেছে এবং বাড়িতে একান্তবাসে রয়েছেন রোগীরা। সিঙ্গাপুর, হংকং এবং এশিয়ার আরও কিছু দেশে সম্প্রতি কোভিড সংক্রমণ বেড়েছে বলে রিপোর্টে উঠে এসেছে। তবে এই নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলি আগের ভ্যারিয়েন্টগুলির থেকে বেশি সংক্রামক বা মারাত্মক নয় বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। এদিকে, দিল্লিতে সংক্রমণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের নিয়ে যথেষ্ট খেলা হয়েছে রাজ্যে ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। ত্রিপুরায় জনজাতিদের নিয়ে যথেষ্ট খেলা হয়েছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থ চরির্তাথ করার লক্ষ্যে জনজাতিদের ব্যবহার করে গিয়েছে। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যোগদান সভায় এমনটাই দাবি করলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। এদিন শ্রী বর্মণ বলেন, বিগত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সময়ের আগেই বর্ষা ঢুকলো রাজ্যে আগামী ৩ দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। আজ ত্রিপুরায় বর্ষা ঢুকেছে। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ১০ দিন আগে প্রবেশ করেছে বর্ষা। মৌসম বিভাগ এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছে। এর প্রভাবে গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় মাঝারি বৃষ্টিপাতের পরিলক্ষিত হয়েছে।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ ত্রিপুরায় আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করেছে। স্বাভাবিক সময়ের ১০ দিন আগে তা প্রবেশ করেছে। গত বছর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ৩০ মে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় অধিকাংশ জায়গায় মাঝারি বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়েছে।

মঙ্গলবার ২৭মে ২০২৫ থেকে ৩১মে ২০২৫ পযর্ন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার উত্তর, ধলাই, গোমতী এবং দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা জারি করা হয়েছে। ২৮ মে ২০২৫ তারিখে বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ২৯ , ৩০ এবং ৩১ মে বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

নাবালিকা ধর্ষণ কান্ডে গ্রেপ্তার অসমের শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। ১৪ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে অসমের এক যুবককে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। ওই ঘটনায় বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন ইট ভাট্টা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ অভিযুক্তকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করে বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন ইট ভাট্টা এলাকায় নাবালিকাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ধর্ষন করেন বকুল বুড়া বয়স ৪০ নামে এক যুবক। তার বাড়ি অসম রাজ্যের গোলাঘাট এলাকায়। নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে ২৫ মে রাতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় ধর্ষনে মামলা দায়ের করে। বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি সুবিমল দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশ গতকাল রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

তার বিরুদ্ধে বিশ্রামগঞ্জ থানায় পক্সো এক্টে মামলা গ্রহণ করে পুলিশ। অভিযুক্তকে সোমবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ থানা থেকে বিশালগড় মহকুমা আদালতের সোপর্দ করে পুলিশ। এদিকে অভিযুক্ত আসাম রাজ্য থেকে এসে ত্রিপুরা রাজ্যের নাবালিকাকে ধর্ষন করে। উক্ত ঘটনা কে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মাওবাদী এনকাউন্টার নিয়ে রাজীবের কটাক্ষ

কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রদ্রোহী ও দেশবিরোধী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রদ্রোহী এবং দেশবিরোধী। তাদের বক্তব্যে ফ্যাসিস্টসুলভ মনোভাবের প্রকাশ মেলে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনভাবেই কমিউনিস্টদের কটাক্ষ করলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য, ২৭ জন মাওবাদীর এনকাউন্টারের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে কমিউনিস্টরা। তাদের সঙ্গে আলোচনা না করায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং ছত্তিশগড়ের সরকারকেও দোষারোপ করা হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর বিবৃতির পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। কমিউনিস্টদের এহেন আচরণকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে অভিহিত করেছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

প্রসঙ্গত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর পলিটব্যুরো তরফে বিবৃতি জারি করা হয়েছিল। তাতে লেখা হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ছত্তিশগড়ে তাদের সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশভারও সহ ২৭ জন মাওবাদীর এনকাউন্টারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। একইভাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। সিপিএমের অভিযোগ, মাওবাদীরা আলোচনার জন্য বারবার আবেদন করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি-নেতৃত্বাধীন ছত্তিশগড় রাজ্য সরকার আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিবর্তে, তারা হত্যা ও ধ্বংসের অমানবিক নীতি অনুসরণ করছে।

আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বিবৃতি এবং ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য যে আলোচনার প্রয়োজন নেই তা একটি ফ্যাসিবাদী মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে যা মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার আনন্দ উদযাপন করে এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

অনেক রাজনৈতিক দল এবং সচেতন নাগরিক সংলাপের অনুরোধ বিবেচনা করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর পড়ুয়া, প্রতিবাদে পথ অবরোধঃ দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন ফিশারী কলেজের ছাত্র। তাই অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতারেড দাবি আজ এসডিপিও মোহনপুর কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়কে বিক্ষোভ ফিশারি কলেজের ছাত্রছাত্রীদেররা। এদিকে, অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে, যাত্রীদের চরম দূর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ২০ মে ফিশারি কলেজের সামনে গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় ডি লিঙ্গারাজ পাত্র নামে পিজি দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্র। ওই ঘটনায় অভিযুক্তের গ্রেফতার সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয় ছাত্র ছাত্রীরা। আজ কলেজ সম্মুখে রোড ব্যারিকেড লাগানোর দাবিতে লেম্বুছড়া পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও এবং মূল সড়ক অবরোধে সামিল শতাধিক ছাত্রছাত্রী।ফলে বন্ধ হয়ে যায় আগরতলা ভায়া মোহনপুর, সিমনা, খোয়াই, কমলপুর ইত্যাদি এলাকার মধ্যে যান চলাচল।

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটি গিয়েছে মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী দেবনাথ এবং তিনি ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলে তাদের আন্দোলন বন্ধ করতে বিফল হয়। পরবর্তী সময়ে খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে। ফিসারী কলেজের ডিন এবং মহকুমা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চালকদের মধ্যে মারপিটের জেরে যান পরিষেবা বন্ধ রেখে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। যাত্রী পরিবহন নিয়ে তুইসিন্দাই বাজারে দুই গাড়ির চালকের মধ্যে মারামারি হয়। এরই প্রতিবাদে আজ আগরতলা চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে যাত্রী পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন চালকরা। অন্যদিকে হঠাৎ করে গাড়ি চলাচল বন্ধ হওয়ায় কারণে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে উঠেছে।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইএসবিটিতে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল তুইসিন্দ্রাই বাজারে যাত্রী পরিবহন নিয়ে বাস গাড়ির চালককে বেধড়ক মারধর করেন অন্য গাড়ির চালক। এরই প্রতিবাদে আজ আগরতলা চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে যাত্রী পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন চালকরা।

বাস চালকদের বক্তব্য, ছোট গাড়ির কারণে তাঁদের বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে, তাঁদের আর্থিক দিক বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বর্তমানে ই রিক্সা, অটো সহ অন্যান্য গাড়ি আগরতলা আইএসবিটির সামনে থেকে যাত্রী নিয়ে চলে যায়। এনমকি, যাত্রী পরিষেবা নিয়ে মাঝরাস্তায় বাস চালকদের মারধরও করা হয়। গতকাল ও বিনা কারণে এক বাস চালককে মারধর করা হয়েছে। তাতেই আজ প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন তাঁরা।

কুখ্যাত মানব পাচারকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ মে।। এক কুখ্যাত মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে মানব পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

গত এক মাসের মধ্যে প্রায় একুশ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে তারা সবাই অবৈধভাবে বিলোনিয়া আমজাদনগর সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। এই কাজে টাকার বিনিময়ে সহযোগিতা করেছে আমজাদনগর এলাকার কিছু আদম ব্যাপারী।

তাদের মধ্য থেকে বিলোনিয়া থানাধীন আমজাদনগর এলাকা থেকে নাসির উদ্দিন (২৫) নামে এক মানব পাচারকারীকে গত রবিবার রাতে বিলোনিয়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে আসে থানাতে। নাসির উদ্দিনের বয়স পচিশ বছর। বাড়ি আমজাদ নগর এলাকাতে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে দুর্গাপুর বাসিন্দাদের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে সড়ক অবরোধে নামলেন ধর্মনগর দুর্গাপুর এলাকার প্রমিলা বাহিনী সহ এলাকার ভুক্তভোগী জনতা। জানা গেছে ২৫ মে রবিবার রাত সাড়ে নয়টা থেকে সোমবার দুপুর ১২ টা পর্যন্ত অত্র এলাকায় বিদ্যুৎ ছিলনা। বিষয়টি বার কয়েক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোন কাজে আসেনি বলে অভিযোগ। ফলে প্রচন্ড গরমে নাভিশ্বাস চরমে পৌছায় স্থানীয়দের।

এদিকে এই সড়ক অবরোধের ফলে রাস্তার দুই পাশে লম্বা লাইন লেগে যায় বিভিন্ন যান বাহনের। সড়ক অবরোধ চলাকালীন সময়ে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার জেরিমিয়া ডার্লং আটকা পড়েন অবরোধে। পরে উনি স্থানীয় অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে বিদ্যুৎ দপ্তরের সাথে ফোন মারফত যোগাযোগ করেন এবং ধর্মনগর থানায় ঘটনার খবর জানান। উনার কাছ থেকে খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ অবরোধস্থলে পৌঁছায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিদর্শনে এএআই প্রতিনিধিদল

দীর্ঘ ৩২ বছর পরিত্যক্ত কৈলাসহর বিমানবন্দর পুনরায় চালুর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ মে।। ত্রিপুরার উনকোটি জেলার অন্তর্গত কৈলাসহরের পরিত্যক্ত বিমানবন্দরকে পুনরায় চালুর উদ্যোগে নতুন গতি এসেছে। দীর্ঘ ৩২ বছর বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল এই বিমানবন্দর পরিদর্শন করেছেন। সোমবার, ২৬ মে তারিখে এ প্রতিনিধি দলের এই পরিদর্শন নতুন করে আশার সঞ্চার করেছে স্থানীয়দের মধ্যে।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের এই বিমানবন্দরটি একসময় সীমিত পরিসরে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। এই দীর্ঘ সময়ে এলাকাবাসী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন একাধিকবার বিমানবন্দরটি পুনরায় চালুর দাবিতে আন্দোলনে শামিল হয়েছে। অবশেষে তাদের সেই দাবি বাস্তব রূপ পাওয়ার পথে।

পরিদর্শনকারী প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রিজিওনাল ডাইরেক্টর এম রাজকিশোর, আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের ডাইরেক্টর কৈলাস চন্দার মিনা, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডার্লং, কৈলাসহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

প্রতিনিধি দলটি বিমানবন্দরের পরিকাঠামো, জমির প্রাপ্যতা, দৃষ্টিসীমা ও অন্যান্য কারিগরি দিক নিয়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এম রাজকিশোর জানান, বিমানবন্দর পুনরায় চালু করার বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে কি ধরনের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে, সে বিষয়েও মূল্যায়ন চলছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,২৭ মে,২০২৫ ইং
১২ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ধূমপানের ভয়াবহতা

ধূমপানজনিত রোগ গরীব দেশগুলিতে মহামারীর আকার নিতে পারে।এখনই সতর্ক না হইলে আগামী শতাব্দীতে ভারতে ধুমপান জনিত রোগের প্রকোপ মহামারীর আকার নিতে পারে বলে আশংকা করা হইতেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংক্ষেপে ''হু''র একট সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যাইতেছে বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে ধুমপানের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক সাড়া পড়িয়া গেলেও বিস্তর পিছাইয়া আছে ভারতের মতো অনুন্নত দেশগুলি।দুষণের হিসেব বলিতেছে, বর্তমান পরিবেশ দুষণের তোপে মানুষ যখন কুল পাইতেছে না তখন সব জানিয়াও ধূমপান জনিত রোগে বিশ্বে প্রতি বছর ৩মিলিয়ান মানুষ মারা যাইতেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাইয়াছে নিয়মিত ধুমপায়ীদের ৩০ শতাংশ মারা যাইতেছে রঙ্কাইটিসে, ২৫ শতাংশ মারা যাইতেছে হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া অর সিংহভাগই ভুগিতেছেন ফুসফুসের ক্যান্সারে। তবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলিও এব্যপারে যথেষ্ট সচেতন। এক সময় এই সব দেশগুলিতে ৭০ শতাংশ মানুষই ধুমপান করতো। আর এখন তাহা নামিয়াছে আসিয়াছে ৪০ শতাংশে। তবে ধুমপায়ীদের সংখার এই পড়তির কারণ হিসেবে ধরা হয় সরকারী এবং বেসরকারী পর্য্যায় ব্যাপক উদ্যোগ এবং সমাজ সচেতনতা।বিশেষজ্ঞরা বলছেন শিক্ষিত দেশগুলিতে তাড়াতাড়ি এর কুফল সম্পর্কে সচেতন করা যায়, তার ছিটেফোঁটাও হয়তো হয়না তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলিতে।

আমেরিকা ধুমপায়ীদের কব্জায় আনিতে পারিয়াছেন। একধাক্কায় আমেরিকায় ধুমপায়ীদের সংখ্যা ৪০ থেকে ২৮ শতাংশে নামিয়া আসিয়াছে। তারা এখন আর বিষ পান করিতে রাজি নন। তবে সিগারেট এই শব্দটির প্রতিটি অক্ষরেই বিষ লুকাইয়া আছে।ফুসফুসের ক্যানসার থেকে সাময়িক অন্ধত্ব সব কিছুর মূলেই সিগারেট দায়ী। চিকিৎসকরা এই শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন নিয়মিত ধুমপান করিলে ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালনে হ্রাস, পাকস্থলির স্কত রঙ্কাটিস, শ্বাসকষ্টের মতো মারাত্মক রোগের কারণ হইতে পারে।

ভারতে এই চিত্র আরো বেদনাদায়ক। এখানে বছরের প্রায় বড় অংকের মানুষ ধুমপানজনিত কারণে মারা যাইতেছে। এক সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে এদের প্রায় ৭০ শতাংশ পুরুষ এবং ২৫ শতাংশ স্ত্রী লোক ধুমপানের শিকার। এদের মধ্যে খেটে খাওয়া শ্রমিক মজুরেরাই বেশী করিয়া এই নেশার কোপে পড়িয়াছে। ভারতে প্রতি বছর এক থেকে দুই শতাংশ করিয়া ধূমপায়ীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। বাড়িতেছে ধুমপান জণিত মৃত্যুর কারণ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বলিয়াছেন, দুটি কারণে ধুমপানের সংখ্যা বাড়িতেছে। মানসিক অশান্তি, পারিবারিক কলহ, দাম্পত্য বিবাদ, ব্যক্তিজীবনে অসুখী ব্যক্তিরাই এই বিষ নেশার শিকার হইয়াছেন। অন্য দিকে শিক্ষা, দরিদ্র এবং সমাজ সচেতনতার অভাব বেশীরভাগ মানুষ এই ভয়ংকর প্রবণতার দিকে ঝুঁকিতেছেন। এই সর্বনাশা দিক হইতে নিজেদেরকে সচেতন করিতে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সামাজিক সংগঠন এমনকি রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা থেকে মুক্তি মিলিতে পারে।

ন্যায়পালতি যশবন্ত বর্মার বাসভবনে টাকার উদ্ধার: তদন্ত রিপোর্ট জানার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: সুপ্রিম কোর্ট ন্যায়পালতি যশবন্ত বর্মার সরকারি বাসভবনে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনার প্রেক্ষিতে গঠিত অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশে আরটিআই আইনের আওতায় দায়ের এক আবেদন খারিজ করেছে।

এই আরটিআই আবেদনটি করেছিলেন অমৃতপাল সিং খালসা। তিনি ওই রিপোর্টের কপি এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির (ঙ্খ্মজ্জ) রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রের কপি চেয়েছিলেন। ৯ মে সুপ্রিম কোর্টের কেন্দ্রীয় জন তথ্য অফিসার (ঙ্খঞ্জজঞ্জ) এই আবেদন খারিজ করে দেন।

সুপ্রিম কোর্ট বনাম সুবাস চন্দ্র আগরওয়াল মামলায় স্থির হওয়া আইনগত নীতির উদ্ধৃতি দিয়ে সিপিআইও জানান, উক্ত তথ্য প্রকাশযোগ্য নয়। আরটিআই আইনের ধারা ৮(১)(ই) ও ১১(১)-এর অধীনে এই তথ্য চাওয়া হয়েছিল, যা গোপনীয়তা এবং তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার কথা বলে।

২১ মে তারিখে এক লিখিত জবাবে সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ও সিপিআইও আবারও এই তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি ২০১৯ সালের ১৩ নভেম্বর দেওয়া “সিপিআইও, সুপ্রিম কোর্ট বনাম সুবাস চন্দ্র আগরওয়াল” রায়ের উল্লেখ করেন, যেখানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, তথ্য জানার অধিকার ও গোপনীয়তা বজায় রাখার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ১৪ মার্চ রাতে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার সরকারি বাসভবনের একটি ওউটহাউজে আগুন লাগার পর বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ পাওয়া যায়। এরপরই অভ্যন্তরীণ তদন্তের নির্দেশ দেন ভারতের প্রধান বিচারপতি।

ঘটনার সময় বিচারপতি বর্মা দিল্লি হাইকোর্টে কর্মরত ছিলেন। পরে তাঁকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাঁর বিচারিক কার্য্যাবলি প্রত্যাহার করা হয়।

যদিও দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির প্রাথমিক রিপোর্ট, বিচারপতি বর্মার জবাব ও দিল্লি পুলিশের তোলা ছবি এবং ভিডিও সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল, তবে চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্টটি আজও প্রকাশ করা হয়নি।

নির্ভিক ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মত্যাগ

অমিতাভ বসু

১৮৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার হাবিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন খুদিরাম বসু,। ছয় বছর বয়সে তাঁর মা লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী এবং তার এক বছর পর বাবা ত্রৈলোক্যনাথ বসুকে হারানোর পর, তিনি তাঁর বড় বোন অপরূপা রায়ের কাছে বেড়ে ওঠেন।গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুল এবং পরে ১৯০৩ সালে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তিনি ছিলেন মেধাবী, ছাত্র, তবে তাঁর বেশি মনোযোগ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। মেদিনীপুরে একটি স্বাধীনতা আন্দোলন সভায় শ্রী অরবিন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার ভাষণ ক্ষুদিরামকে অনুপ্রাণিত করে। ১৯০৪ সালে তিনি মেদিনীপুরে মার্টিয়ার্স ক্লাবে যোগদান করেন এবং সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবরে তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বড়লাট, লর্ড কার্জন, প্রশাসনিক সুষ্ঠতার অছিলায় জাতি-ধর্ম ভিত্তিতে বাংলাকে বিভক্ত করার আদেশ দেনজ্জ ঔপনবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের ''ভাগ করো এবং শাসন করো'' নীতির ভিত্তিতে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়।

ক্ষুদিরাম বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মেদিনীপুরে ব্রিটিশরা এক প্রদর্শনী আয়োজন করে তাদের শাসনের অন্যায় ঢাকতে। সেখানে ১৬ বছরের ক্ষুদিরাম ‘সোনার বাংলা’ নামে একটি হ্যান্ডবিল বিলি করেন, যাতে ব্রিটিশদের নিপীড়ন ও প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়। ‘স্বাধীনতা’, ‘বন্দেমাতরম’, ‘স্বরাজ’ এসব শব্দে ব্রিটিশপন্থীরা ক্ষুব্ধ হয় ও বাধা দেয়।

ক্ষুদিরাম প্রতিবাদ উপেক্ষা করে হ্যান্ডবিল বিতরণ চালিয়ে যান। পুলিশ আটকাতে এলে তিনি প্রতিরোধ করেন। পরে মামলা হলেও কম বয়সের কারণে মুক্তি পান এবং ''যুগান্তর'' দলে যোগ দেন।

প্রায় একই সময়, ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর অভিবক্ত বাংলার বগুড়া জেলার বিহার গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হয় প্রফুল্ল চাকীর জ্জ শৈশবে তিনি তাঁর বাবাকে হারান জ্জ নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে প্রফুল্ল তাঁর পড়াশুনা, ব্যায়াম ও আর্থ-সামাজিক কাজ চালিয়ে যান জ্জ পরবর্তীকালে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সংস্পর্শে এসে, তিনিও যুগান্তর দলে যোগ দেন জ্জ

সেই সময় ডগলাস এইচ. কিংসফোর্ড কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কিংসফোর্ড স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের উপর কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য কুখ্যাত ছিলেন। তার অমানবিক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ রায়ের কারণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লক্ষ্যবস্তু হন।

বিশেষ করে, তিনি যখন ''বন্দে মাতরম'' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে বিচার করছিলেন, তখন আদালতে প্রতিবাদ করায় ১৫ বছর বয়সী সুশীল সেনকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন, যা সবার ক্ষোভ আরো বাড়িয়ে দেয়। এই ঘটনার পর স্বাধীনতা যোদ্ধারা প্রতিশোধের পরিকল্পনা করে। নিরাপত্তার কারণে ব্রিটিশ সরকার কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে মুজাফফরপুরে বদলি করে। ১৯০৮ সালে যুগান্তরের সদস্যরা কিংসফোর্ডকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে এই কাজটি দেওয়া হয়।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম মুজাফফরপুরে পৌঁছান জ্জ সেখানে কিছু দিন ধরে তাঁরা কিংসফোর্ডের গতিবিধির উপর নজর রাখেন। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় তাঁরা ইউরোপিয়ান ক্লাবের গেটের সামনে কিংসফোর্ডের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ক্লাব থেকে একটি গাড়ি বেরোতে, তাঁরা কিংসফোর্ডের গাড়ি অনুমান করে বোমা ছোঁড়েন জ্জ কিন্তু সেটি কিংসফোর্ডের গাড়ি ছিল না।

তারপর প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু আত্মগোপনের জন্য আলাদা পথ ধরেন। ঘটনার পরের দিন সকালে, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি সমস্তিপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্রফুল্লকে সন্দেহ করে এবং তাঁকে আটক করার চেষ্টা করে। প্রফুল্ল ধরা না দেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

ক্ষুদিরাম ওয়াইনি স্টেশনে জল খেতে গিয়ে ধরা পড়েন। তারপরে শুরু হয় তাঁর উপর ব্রিটিশ শাসকদের নির্মম শারীরিক নির্যাতন। এমন চরম পরিস্থিতিতেও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি গভীর আনুগত্য এবং দেশের প্রতি অটুট আবেগ, দৃঢ় প্রত্যয় ও নিখাদ ভালোবাসা কারণে দলের কোনও গোপন তথ্য ফাঁস না করে, নিজের কাঁধে সমস্ত দায় নিয়ে সহযোদ্ধা প্রফুল্ল চাকীকে নির্দোষ প্রমাণ করেন ক্ষুদিরাম। শুরু হয় তাঁর বিচার, যা অনেকে বলেন বিচারের নামে প্রহসন। ব্রিটিশ বিচারকরা ক্ষুদিরামের মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন জ্জ ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মত্যাগে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তাঁদের সাহস ও দেশপ্রেমের জন্য তাঁরা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা

ব্রিটিশ ভারতের অধীনে পাঞ্জাবের ছোট্ট একটি গ্রাম রায়পুর। এই গ্রাম এতই ছোট যে তখনকার ভারতীয় ম্যাপে এর কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। মাত্র শ খানেক মানুষের বাস ছিল এই গ্রামে।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার বিজ্ঞান যে মূলত পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সমন্বিত রূপ, তা এখন আমরা সবাই জানি। আমাদের জীবনের মূল সুর ডিএনএ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ডিএনএর কার্যকলাপ বিশদভাবে গবেষণা করা হয় বিজ্ঞানের যে শাখায়, তার নাম মলিকিউলার বায়োলজি বা আণবিক জীববিজ্ঞান। এই আণবিক জীববিজ্ঞানের অগ্রদূত ছিলেন আমাদের উপমহাদেশের সন্তান হরগোবিন্দ খোরানা।

জীবকোষের রসায়ন খুবই জটিল। প্রাণরসায়ন বা বায়োকেমিস্ট্রি বিজ্ঞানের আলাদা শাখা হিসেবে দ্রুত প্রসারিত হতে শুরু করেছে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। কিন্তু তার মূলে যে রাসায়নিক জীববিজ্ঞান বা কেমিক্যাল বায়োলজি, সেই কেমিক্যাল বায়োলজির প্রধান স্থপতি ছিলেন হরগোবিন্দ খোরানা। তিনিই প্রথম ডিএনএর জেনেটিক কোড সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে। এই আবিষ্কারের হাত ধরেই পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে অসংখ্য জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসাপদ্ধতি, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণ পদ্ধতি, বংশগতিবিদ্যা, জিনঘটিত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা এবং এ—সংক্রান্ত অসংখ্য কারিগরি পদ্ধতি বায়োটেকনোলজি। ডিএনএর কোড ব্যাখ্যা করার সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য ১৯৬৮ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা, যাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের এমন একটি প্রত্যন্ত গ্রামে, যেখানে একটি প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত ছিল না, শৈশবে গাছতলায় বসে যাঁকে শিখতে হয়েছিল বর্ণমালা।

ব্রিটিশ ভারতের অধীনে পাঞ্জাবের ছোট্ট একটি গ্রাম রায়পুর। এই গ্রাম এতই ছোট যে তখনকার ভারতীয় ম্যাপে এর কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। মাত্র শ খানেক মানুষের বাস ছিল এই গ্রামে। গ্রামের সবাই নিরক্ষর কৃষিজীবী। শুধু একজন ছিলেন কিছুটা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, সাধারণ যোগ-বিয়োগের হিসাব যিনি জানতেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রামের চাষিদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার জন্য জমি রেজিস্ট্রি করার কাজে নিয়োগ করেছিল। এই পেশার নাম ছিল পাটোয়ারি। খোরানা পদবির এই দরিদ্র পাটোয়ারির এক মেয়ে ও চার ছেলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হরগোবিন্দ খোরানা। অক্ষরজ্ঞান ছিল বলে বলা চলে খোরানা পরিবারই ছিল সেই গ্রামের একমাত্র শিক্ষিত পরিবার।

গ্রামে কোনো স্কুল ছিল না। তবু হরগোবিন্দের বাবা চেয়েছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখুক। লেখাপড়া না শিখে হালচাষ করে জীবিকানির্বাহ করা ভীষণ কষ্টের, তা তিনি প্রতিদিনই দেখছেন চাষিদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে গিয়ে। ইংরেজের রাজত্বে লেখাপড়া জানলে কেরানির চাকরি হলেও জুটবে। এই বিশ্বাসে তিনি নিজেই ছেলেমেয়েদের হাতেখড়ি দিলেন, অক্ষরজ্ঞান দিলেন গ্রামের এক গাছতলায় বসে নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

সেই সময় জন্মনিবন্ধনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলে প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয়নি বলে সঠিক জন্মতারিখের কোনো হিসাব ছিল না হরগোবিন্দের। একটু বড় হতেই গ্রামের গাছতলার পড়াশোনা শেষ হয়ে গেল। সবচেয়ে কাছে যে হাইস্কুলটি আছে, সেটা মুলতান শহরে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে সেই স্কুল। কয়েক ঘণ্টার হাঁটাপথ, গরুর গাড়িতেও লাগে অনেকক্ষণ। দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা যায় পথে পথে। তবু লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণের কাছে পথের কষ্ট কিছুই নয়। মুলতান স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় জন্মতারিখের দরকার পড়ল। অনেক হিসাব করে জন্মতারিখ দেওয়া হলো ১৯২২ সালের ৯ জানুয়ারি। তখন থেকে এ তারিখই হরগোবিন্দ খোরানার জন্মতারিখ হিসেবে বিবেচিত হলো।

মুলতান স্কুলে কিছুটা হলেও শহুরে ভাব আছে। স্কুলের শিক্ষকেরা ভালো ছাত্রদের পেছনে প্রচুর সময় দেন। বিজ্ঞানের শিক্ষক রতনলালের উৎসাহে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করলেন হরগোবিন্দ। আবার ইংরেজি সাহিত্যের প্রতিও তাঁর সমান আকর্ষণ। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে পড়ে ফেলেছেন জর্জ বার্নাড শর রচনা। মনে মনে ইচ্ছা তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করার।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে খুব অস্বাভাবিক ভালো কোনো রেজাল্ট করেছিলেন, তা নয়। আর দশজন স্বাভাবিক ভালো ছাত্রের মতোই ছিল তাঁর রেজাল্ট।

উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যেতে হলো পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভর্তির জন্য দুটি বিভাগে দরখাস্ত করেছিলেন হরগোবিন্দ খোরানা। তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল ইংরেজি সাহিত্য, দ্বিতীয় পছন্দ রসায়ন। কিন্তু ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হতে গেলে একটি ইন্টারভিউ দিতে হয়। শিক্ষকদের মুখোমুখি হয়ে মৌখিক পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ভীষণ সংকোচ লাগছিল হরগোবিন্দের। তিনি মৌখিক পরীক্ষা দিতে গেলেন না। রসায়নে ভর্তির জন্য কোনো ভর্তি পরীক্ষার দরকার হয়নি বলে তিনি রসায়নেই ভর্তি হলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করলেন ১৯৪৫ সালে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে খুব অস্বাভাবিক ভালো কোনো রেজাল্ট করেছিলেন, তা নয়। আর দশজন স্বাভাবিক ভালো ছাত্রের মতোই ছিল তাঁর রেজাল্ট। তবে সেই সময় উচ্চতর ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে গিয়ে পড়াশোনা করার জন্য ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে খুব একটা প্রতিযোগিতা ছিল না। একটু ভালো রেজাল্ট করে আবেদন করলে ব্রিটিশ সরকারের বৃত্তি পাওয়া যেত। ভারতে তখন স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে। ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য স্বদেশি আন্দোলন তখন তুঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন খুব খারাপ। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে সম্মানজনকভাবে বিদায় নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ভেতরে—ভেতরে। ইংরেজ বিদায় নেওয়ার পর ভারতীয়রা যেন ঠিকমতো দেশ গঠন করতে পারে, সে জন্য কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ লাভের বৃত্তির জন্য মনোনীত হলেন হরগোবিন্দ খোরানা। ঠিক হলো তাঁকে ইংল্যান্ডের ইনস্টিটিউট অব বার্কশায়ারে পাঠানো হবে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে ভারতে ফিরে এসে কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য।

বৃত্তির চিঠি পেয়ে সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ১৯৪৫ সালে ইংল্যান্ডে পৌঁছালেন হরগোবিন্দ খোরানা। চিঠি নিয়ে লন্ডনের ইন্ডিয়ান হাইকমিশনারের অফিসে যাওয়ার পর জানতে পারলেন বার্কশায়ার ইনস্টিটিউটে তাঁর জন্য যে বৃত্তি ঠিক করা হয়েছিল, তা বাতিল হয়ে গেছে। তার বদলে তাঁকে অন্য একটি বৃত্তি দেওয়া হয়েছে, লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়নে পিএইচডি করার জন্য। হরগোবিন্দ খোরানা জানতেনই না যে তিনি জৈব রসায়নে পিএইচডি করবেন। অথচ এখান থেকেই শুরু হলো হরগোবিন্দ খোরানার গবেষণাজীবন। ১৯৪৯ সালের শুরুতে বৃত্তির শর্ত পূরণ করার জন্য তিনি ভারতে ফিরে এলেন। শর্ত ছিল, তিনি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে ভারতে চাকরি করবেন। কিন্তু সদ্য স্বাধীন ভারতে সে রকম কোনো চাকরি নেই।

লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে সদ্য যোগ দেওয়া প্রফেসর রজার বিয়ারের অধীন পিএইচডি গবেষণা শুরু করলেন খোরানা। ইংরেজরা হরগোবিন্দ উচ্চারণ করতে পারে না বলে হরগোবিন্দ হয়ে গেলেন গোবিন্দ। অ্যালকালয়েড সিন্থেসিস বা ক্ষারক সংশ্লেষণ এবং মেলানিন---সম্পর্কিত গবেষণা করে ১৯৪৮ সালে পিএইচডি অর্জন করলেন খোরানা।

বৃত্তির শর্ত ছিল পিএইচডি শেষ করে তিনি নিজের দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু কোথায় নিজের দেশ? ১৯৪৫ সালে তাঁর গ্রাম রায়পুর থেকে তিনি এসেছিলেন ইংল্যান্ডে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সেই রায়পুর পড়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। খোরানার পরিবারের সবাই উদ্বাস্তু হয়ে দিল্লিতে উদ্বাস্তুশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর অনেক আত্মীয়স্বজন প্রাণ হারিয়েছেন দাঙ্গায়। এই অবস্থায় খোরানা কোথায় ফিরবেন? ধর্মের ভিত্তিতে যখন দেশ ভাগ হয়েছে, ফিরতে হলে খোরানাকে ভারতেই ফিরতে হবে। তাঁর জন্মভূমিতে তিনি আর ফিরতে পারবেন না, অন্তত এখন নয়।

ভারতে এখনই ফিরে না গিয়ে ইউরোপের জার্মান ভাষাভাষী কোনো দেশে পরবর্তী এক বছর পোস্ট---ডক্টরেট করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি ভারত সরকারের কাছে চিঠি লিখলেন। ভারতে তখন দেশ গঠনের জন্য লোক দরকার। এই অবস্থায় পোস্ট---ডক্টরেট করার জন্য খরচ দেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। খোরানার দরখাস্ত মঞ্জুর হলো না। কিন্তু তাতেও খোরানার সিদ্ধান্ত বদলাল না। তিনি সুইজারল্যান্ডের জুরিখে চলে গেলেন প্রফেসর ভ্লাদিমির প্রিলোগের অধীনে গবেষণা করার জন্য।

দেশভাগ ছাড়াও সেই সময় ভারতে ফিরে না আসার আরও একটি কারণ ছিল খোরানার। ১৯৪৭ সালে পিএইচডির ছাত্র হিসেবে খোরানা প্রাগে গিয়েছিলেন যুব ছাত্রদের ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সুইস তরুণী এস্থার সিলভারের। পরিচয় থেকে ভালো লাগা, ক্রমে ভালোবাসা। এস্থারের কাছাকাছি থাকাটাও তাঁর জুরিখে থাকার অন্যতম কারণ। সময়টা খোরানার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথচ কষ্টকর ছিল। কোনো ধরনের স্কলারশিপ ছাড়া, ভাতা ছাড়া তিনি ভ্লাদিমির প্রিলোগের ল্যাবে কাজ শুরু করলেন। প্রিলোগ তখন প্রতিষ্ঠিত রসায়নবিদ হলেও তাঁর হাতে তেমন কোনো ফান্ড ছিল না, যেটা দিয়ে খোরানাকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়। খোরানা ১১ মাস ধরে ল্যাবেই ঘুমাতেন, খাদ্য ছিল ভাত আর রেশনের ফ্রি দুধ। এস্থার মাঝেমধ্যে কিছু খাবার দিয়ে যেতেনএটুকুই।

এস্থারের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়টুকু ছাড়া বাকি সবটুকু সময় খোরনার কাটত ল্যাব আর লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিতে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত গবেষণাপত্র পড়তে পড়তে অনেক পুরোনো একটা পেপার থেকে প্রায় অজানা একটি সিন্থেটিক রি---এজেন্ট কার্বোডিমাইট সম্পর্কে জানতে পারেন। পরবর্তী সময়ে এই কার্বোডিমাইট ব্যবহার করে তিনি প্রাণরসায়নে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন।

১৯৪৯ সালের শুরুতে বৃত্তির শর্ত পূরণ করার জন্য তিনি ভারতে ফিরে এলেন। শর্ত ছিল, তিনি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে ভারতে চাকরি করবেন। কিন্তু সদ্য স্বাধীন ভারতে সে রকম কোনো চাকরি নেই। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর অমুসলিম শিক্ষকেরা সবাই ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে এসে এখন বেকার। খোরানাও তখন কার্যত উদ্বাস্তু। মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে চাকরি খুঁজতে খুঁজতে। লিভারপুলের পিএইচডি, জুরিখের পোস্টডক নিয়ে একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতাও জোটাতে পারছেন না তিনি।

খোরানার হতাশার কথা তিনি চিঠিতে লিখছেন তাঁর ইউরোপের পরিচিত শিক্ষক ও সহবিজ্ঞানীদের কাছে। প্রেমিকা এস্থার দিন গুনছেন জুরিখে। জুরিখে খোরানার পরিচয় হয়েছিল কেমব্রিজের অধ্যাপক কেনারের সঙ্গে। প্রফেসর কেনার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর আলেকজান্ডার টডের ল্যাবে একটি ফেলোশিপের বন্দোবস্ত করে দিলেন খোরানাকে। ১৯৪৯ সালের শেষে আবার ইংল্যান্ডে পাড়ি জমালেন খোরানা। যোগ দিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর টডের ল্যাবে। এই ল্যাবে শুরু হলো খোরানা, টড ও কেনারের যৌথ গবেষণা। প্রফেসর টড ১৯৫৭ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। খোরানা যখন কেমব্রিজে গবেষণা করছেন, তখন তাঁর ল্যাব পরিদর্শনে এসেছিলেন কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রিসার্চ কাউন্সিলের হেড গর্ডন শ্রাম। তিনি একজন গবেষকের সন্ধান করছিলেন, যিনি ভ্যাঙ্কুভারে গিয়ে একটি গবেষণাগারের দায়িত্ব নিতে পারবেন। প্রফেসর টড খোরানার নাম প্রস্তাব করলে গর্ডন শ্রাম খোরানাকে ভ্যাঙ্কুভারে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯৫২ সালে সেই গবেষণাগারের দায়িত্ব নিয়ে ভ্যাঙ্কুভারে চলে গেলেন খোরানা। যাওয়ার সময় এস্থারকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

নতুন দেশে নতুন ল্যাবে নতুন সংসারের পাশাপাশি নতুন জীবন শুরু হলো খোরানার। পরবর্তী আট বছরে তিনটি সন্তানের মা—বাবা হন হরগোবিন্দ ও এস্থার। ২০০১ সালে এস্থারের মৃত্যু পর্যন্ত সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন তাঁরা।

দীর্ঘ গবেষণাজীবনে আড়াই শতাধিক গবেষকের সরাসরি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিজ্ঞানী খোরানা।

১৯৫৪ সালে খোরানা কার্বোডিমাইট বিক্রিয়া ব্যবহার করে এডিপি ও এটিপির রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রকাশ করেন। খোরানার গবেষণা দ্রুত খ্যাতিলাভ করতে শুরু করে আন্তর্জাতিক মহলে। ১৯৬০ সালে তিনি আমেরিকার উইসকনসিন ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব এনজাইম রিসার্চে যোগ দিলেন। এখানেই তিনি ডিএনএ সিকোয়েন্সিংয়ের যথাযথ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি নিউক্লিওটাইডের রাসায়নিক উপাদানগুলো কীভাবে কাজ করে, তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে যুগান্তকারী গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ডিএনএর গাঠনিক উপাদানগুলোর মধ্যে ঠিক কোথায় প্রোটিন সংশ্লেষণ শুরু হয়, কোথায় গিয়ে শেষ হয়, তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হন তিনি। তাঁর এই গবেষণার জন্য ১৯৬৮ সালে তিনি রবার্ট হলি ও মার্শাল নিরেনবার্গের সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। এর পরবর্তী ৪৩ বছর ধরে ২০১১ সালের ৯ নভেম্বর মৃত্যুর আগপর্যন্ত খোরানা গবেষণা করেছেন আরও বিভিন্ন বিষয়ে।

১৯৭২ সালে খোরানা এমআইটিতে যোগ দেন। এরপর আজীবন তিনি সেখানেই ছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় কেমিক্যাল বায়োলজি বা রাসায়নিক জীববিজ্ঞান। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে জার্নাল অব মলিকিউলার বায়োলজি ৩১৩ পৃষ্ঠার পুরো সংখ্যাটির ১৫টি গবেষণাপত্রের সব কটিই ছিল হরগোবিন্দ খোরানার। আরএনএ সংশ্লেষণের গবেষণাসংক্রান্ত এই পেপারগুলো থেকে পরবর্তী সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছে পিলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন বা পিসিআর পদ্ধতি (করোনাভাইরাস শনাক্ত করার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি)। এর জন্য খোরানা আরেকটি নোবেল পুরস্কারের দাবিদার ছিলেন। দীর্ঘ গবেষণাজীবনে আড়াই শতাধিক গবেষকের সরাসরি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিজ্ঞানী খোরানা। গবেষণার চূড়ায় ওঠার পরও তিনি ছিলেন অসম্ভব বিনয়ী। নিজেকে তিনি চিরদিনের গবেষণাছাত্র হিসেবেই পরিচয় দিতেন।

সোমবার আগরতলায় সিপিআইএমের সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে নজরুলের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

কোটা-তে ফের আত্মঘাতী পড়ুয়া

সুপ্রিম কোর্টের সতর্কবার্তার পরও রোখা গেল না ছাত্র মৃত্যুর মিছিল

জয়পুর, ২৬ মে : রাজস্থানের কোটা শহরে ফের এক নিট পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা ১৮ বছর বয়সী জিশান রবিবার সন্ধ্যায় নিজের পেইং গেস্ট রুমে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এটি চলতি বছরে কোটা শহরে ১৫তম ছাত্র আত্মহত্যার ঘটনা এবং এই মাসেই দ্বিতীয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আত্মহত্যার আগে জিশান তাঁর এক আত্মীয়কে ফোন করে জানান, তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন। ফোন কেটে দেওয়ার পরই উদ্বিগ্ন আত্মীয় অপর এক ছাত্রীকে যিনি একই বিল্ডিংয়ের উপরের তলায় থাকতেন জিশানের খোঁজ নিতে বলেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায়, আশেপাশের লোকজন ও কারিগরের সাহায্যে দরজা কেটে ঘরে ঢোকা হয়। জিশানকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে কোনো সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি। তাঁর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে, ময়নাতদন্ত পরিবারের উপস্থিতিতে হবে। জানা গেছে, জিশান গত মাসে কোটা ফিরে আসেন এবং এবার কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি না হয়ে স্ব-অধ্যয়নে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর ঘরে 'অ্যান্টি-হ্যাঙ্গিং ডিভাইস' ছিল না যা ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যা রোধে ফ্যানের সঙ্গে লাগানো হয়।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রাজস্থান সরকারকে কোটা-তে ছাত্র আত্মহত্যার সংখ্যা নিয়ে কড়া প্রশ্ন তোলেছিল, তার কয়েকদিনের মধ্যে আরও এক পড়ুয়া আত্মঘাতী হওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেছে। ২০২৫ সালে এখনও পর্যন্ত ১৪ জন ছাত্র আত্মহত্যা করেছেন, যা নিয়ে আদালত প্রশাসনিক জবাবদিহি চেয়েছে ও কোটা এসপি-র বেতন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। প্রসঙ্গত, কোটা ভারতের 'কোচিং ক্যাপিটাল' নামে পরিচিত। এখানে নিট ও আইআইটি-যেইই-র মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে চাপ, একাকিত্ব ও মানসিক সহায়তার অভাব ছাত্রদের জন্য বড় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই রাজস্থান সরকারকে প্রশ্ন তুলেছে, কেন শুধু কোটা শহরেই এত পড়ুয়া আত্মহত্যা করছেন এবং প্রশাসন কী পদক্ষেপ নিচ্ছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং হালকা ভাবে নেওয়া চলবে না। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করেছে বলে জানানো হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন আত্মহত্যা রোধে হোস্টেল ও মেসবাড়িতে সিলিং ফ্যানে বিশেষ যন্ত্র বসানোর নির্দেশ দিলেও, আত্মহত্যার ঘটনা রোধ করা যায়নি। গত বছর কোটা শহরে ১৭ জন পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছিলেন, চলতি বছর সেই সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৫-তে পৌঁছেছে।

কোটায় শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা এত খারাপ হওয়ার কয়েকটি প্রধান কারণ চিহ্নিত হয়েছে। কোটা শহর মূলত মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষার (যেমন নিট, জেইই) প্রস্তুতির জন্য বিখ্যাত। এখানে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রবল পড়াশোনার চাপ থাকে, যা অনেকের পক্ষেই সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর পড়াশোনা, প্রতিযোগিতার পরিবেশ, এবং পরীক্ষার ফল নিয়ে অনিশ্চয়তা মানসিক চাপ বাড়িয়ে তোলে।

এছাড়া, অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা ও সাপোর্ট সিস্টেম নেই। শিক্ষার্থীরা সমস্যার কথা প্রকাশ করতে সংকোচবোধ করে, ফলে তারা একাকিত্ব ও হতাশায় ভোগে। পেশাদার কাউন্সেলিং বা মানসিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগও খুব সীমিত। শুধু তাই নয়, পরিবারের উচ্চ প্রত্যাশা, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের তুলনামূলক মানসিকতা শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। ব্যর্থতার ভয়, পরিবারের সম্মান রক্ষার চাপ এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা হতাশা বাড়ায়।

কারণের তালিকায় আরও রয়েছে, অনেক সময় শিক্ষার্থীরা সহপাঠী, শিক্ষক বা পরিবারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মানসিক সমর্থন পায় না। ফলে, তারা নিজেদের সমস্যার কথা গোপন রাখে এবং মানসিকভাবে আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পাশাপাশি দূর-দূরান্ত থেকে এসে কোটায় থাকা শিক্ষার্থীরা পরিবার ও পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। নতুন পরিবেশ, একাকিত্ব, এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অভাব তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সব মিলিয়ে, চরম প্রতিযোগিতা, চাপ, সামাজিক ও পারিবারিক প্রত্যাশা, এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতিএই সবকিছু মিলিয়েই কোটায় শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা এতটা সংকটজনক হয়ে উঠেছে।

সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশনা ও সতর্কবার্তার পরও কোটা-সহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উদ্বেগজনক রয়ে গেছে। তার কয়েকটি মূল কারণ হলো, আদালতের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রায়শই দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। নির্দেশ কার্যকর করতে দেরি, পর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের অভাব এবং কড়া নজরদারির ঘাটতি সমস্যার সমাধানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, আত্মহত্যা রোধে ফ্যানের সঙ্গে অ্যান্টি-হ্যাঙ্গিং ডিভাইস লাগানো, হোস্টেল পরিদর্শন ইত্যাদি প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ নেওয়া হলেও, শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ, হতাশা ও একাকিত্বের মতো গভীর সমস্যার সমাধানে যথাযথ কাউন্সেলিং বা মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা পৌঁছায়নি।

এছাড়া, প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার ও পরিবারএই চারটি স্তরের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও দায়িত্ববোধের অভাব রয়েছে। ফলে, কোনো পক্ষই সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছে না, সমস্যার সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে, আদালতের নির্দেশের পরও পরিবার ও সমাজের প্রত্যাশা, পরীক্ষায় সাফল্যের চাপ এবং ব্যর্থতার ভয় শিক্ষার্থীদের ওপর আগের মতোই রয়ে গেছে। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়েনি।

উদ্বেগের আরও বড় কারণ হলো, অধিকাংশ কোচিং সেন্টার ও হোস্টেলে এখনও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীরা সমস্যার কথা প্রকাশ করতে সংকোচবোধ করে, ফলে তারা একাকিত্বে ভোগে। সব মিলিয়ে, আদালতের নির্দেশ থাকলেও বাস্তবে তার কার্যকর বাস্তবায়ন, মনোভাবের পরিবর্তন এবং দীর্ঘমেয়াদি মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার অভাবএই কারণগুলোই পরিস্থিতিকে এখনও উদ্বেগজনক করে রেখেছে।

অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত পাকিস্তান, তবুও বাড়ছে প্রতিরক্ষা বাজেট ভারতের 'অপারেশন সিন্দুর'-এর জবাব দাবি রাওয়ালপিন্ডির

ইসলামাবাদ, ২৬ মে: মারাত্মক ঋণসঙ্কট, আইএমএফের বেলআউট নির্ভরতা, ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মাঝেও পাকিস্তান সরকার আগামী অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে। পাকিস্তানি অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ১৮% বৃদ্ধি পেয়ে ২.৫ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি ছাড়াবে।

এই সিদ্ধান্তের পেছনে ভারতের সাম্প্রতিক 'অপারেশন সিন্দুর' ও ইন্দাস জলচুক্তি স্থগিতকরণকে মুখ্য কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। ইসলামাবাদে সরকারের এই পদক্ষেপ আরেকবার স্পষ্ট করে দিলদেশের আসল শাসনক্ষমতা সামরিক বাহিনীর হাতেই।

২২ এপ্রিল পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারত চালায় 'অপারেশন সিন্দুর', যার মাধ্যমে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ ও হিজবুল মুজাহিদিনের ৯টি ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়। নিহত হয় ১০০-র বেশি জঙ্গি, যার মধ্যে ছিল ইউসুফ আজহার ও আবদুর রউফ আজহার-এর মতো শীর্ষস্থানীয় কমান্ডাররা।

মাত্র ২৫ মিনিটের এয়ার স্ট্রাইকে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়। পাকিস্তানের তরফে চালানো ড্রোন ও মিসাইল হামলার পাল্টা জবাবে ভারতীয় সেনা আঘাত হানে নূর খান ও রাহিমইয়ার খান বিমানঘাঁটিতে।

পাকিস্তানের পরিকল্পনা মন্ত্রী আহসান ইকবাল ডন পত্রিকাকে জানিয়েছেন, "ভারতের সঙ্গে সাম্প্রতিক সামরিক উত্তেজনা ও চুক্তি ভঙ্গের প্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি অপরিহার্য।" তিনি দাবি করেন, বাজেট প্রণয়নে আইএমএফ কোনও চাপ সৃষ্টি করেনি।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্ত চলমান অর্থনৈতিক সংস্কার ও পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টাকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করতে পারে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই আইএমএফ পাকিস্তানকে ১০০ কোটি ডলারের ঋণের কিস্তি মঞ্জুর করেছে, যখন দেশের বহিঋণের পরিমাণ ২২ বিলিয়ন ডলারের বেশি।নয়াদিল্লিভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ঞ্জট্রচ-এর ফেলো সৌম্য ভৌমিক বলেন, "পাকিস্তানে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য নিরসনের মতো খাত উপেক্ষিত হয়ে পড়ে।"

পাকিস্তানের প্রবীণ অর্থনৈতিক সাংবাদিক আফশান সুবহি ডন পত্রিকায় ১৯ মে প্রকাশিত একটি কলামে প্রশ্ন তুলেছেন, "এই আর্থিক সঙ্কটে প্রতিরক্ষা খরচ কে বহন করবে?" ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রী আইএমএফ-কে উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, পাকিস্তান যদি ঋণের অর্থ সামরিক খাতে ব্যয় করে, তবে আন্তর্জাতিক সহায়তার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

গত বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালের জুন মাসেও পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট ১৭.৬% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ২.১২ ট্রিলিয়ন রুপি। এবার সেই অঙ্ক আরও বেড়েছে, অথচ দেশের কর আদায়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মোহাম্মদ ঔরঙ্গজেব দাবি করেছেন, ভারতের সঙ্গে সাম্প্রতিক উত্তেজনা আর্থিক কাঠামোয় বড় প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরনের মিলিটারি-ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ পাকিস্তানের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য চরম হুমকি।

১৯৫০ সাল থেকে পাকিস্তান আইএমএফের কাছ থেকে ২৫ বার ঋণ নিয়েছে, যার মধ্যে শেষ ৫ বছরে ৪ বার বেলআউট পেয়েছে। তারপরও দেশটি আবার সামরিক ব্যয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যা একটি দেউলিয়া রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক নজির বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ডুলিয়াজান পেট্রোল পাম্প সংঘর্ষ মামলায় জামিনে মুক্ত শংকর জ্যোতি বড়ুয়া

গুয়াহাটি, ২৬ মে: ডুলিয়াজানের বি.এন. সিং পেট্রোল ডিপোতে ঘটে যাওয়া এক বিতর্কিত সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া আখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শংকর জ্যোতি বড়ুয়া-কে গুয়াহাটি হাই কোর্ট সোমবার জামিন প্রদান করেছে।

জানা গেছে, একটি কথিত শারীরিক সংঘর্ষ ঘিরে শুরু হওয়া এই ঘটনা দ্রুত রাজনৈতিক ও জাতিগত বিতর্কে রূপ নেয়। রাজ্য জুড়ে নানা মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বৰুৱার গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে বীর লাচিত সেনা আসাম-সহ একাধিক সংগঠন রাজপথে নামে। সংগঠনটির নেতা শৃঙ্খল চলিহা এই গ্রেপ্তারিকে "আদিবাসী জনগণের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ" বলে মন্তব্য করেন।

এই মামলার অন্যতম বিতর্কিত বিষয় হল, অভিযোগ রয়েছে তনু সাহি নামের এক ব্যক্তি অসমিয়া জনগোষ্ঠীকে অপমানজনক মন্তব্য করলেও, তিনি এখনও আইনের হাতের বাইরে রয়েছেন। নাগরিক সমাজের একাংশের দাবি, আসামি পক্ষের প্রতি প্রশাসনের আচরণ পক্ষপাতদুষ্ট।

শংকর জ্যোতি বৰুৱার জামিনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন তাঁর সমর্থকেরা। তাঁদের মতে, প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া ছিল অতিরিক্ত কড়াকড়ি ও একপেশে, এবং আদালতের এই সিদ্ধান্ত একটি "সংশোধনী পদক্ষেপ"।

এই মামলার তদন্ত এখনও চলছে। নাগরিক সমাজের দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া জরুরি, যাতে কোনো পক্ষের প্রতি পক্ষপাত না হয়। সামাজিকভাবে স্পর্শকাতর এই ইস্যু রাজ্যের জাতিগত পরিচয় ও অধিকার সংক্রান্ত আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা ও বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে এখন রাজ্য জুড়ে বিতর্ক তুঙ্গে।

রাজ্যসভায় ৮টি আসনে ভোট ১৯ জুন, নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৬ মে : রাজ্যসভায় আটটি আসনে ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ১৯ জুন এবং ফলাফলও ওই দিনই প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তামিলনাড়ু ও অসম রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী আটজন রাজ্যসভা সদস্যের মেয়াদ জুন ও জুলাই মাসে শেষ হতে চলেছে। সেই কারণে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অসমে দুটি আসন শূন্য হবে। কারণ মিশন রঞ্জন দাস এবং বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য আগামী ১৪ জুন অবসর নিচ্ছেন। এদিকে, তামিলনাড়ু থেকে ছয়জন সদস্য অম্বুমনি রামদোস, এম. শানমুগম, এন. চন্দ্রশেখরন, এম. মোহাম্মদ আব্দুল্লা, পি. উইলসন এবং ভাইকো আগামী ২৪ জুলাই অবসর নেবেন।

নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে ২ জুন এবং মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৯ জুন। মনোনয়ন পত্রের যাচাই-বাছাই হবে ১০ জুন এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ১২ জুন।

অসম: মার্ঘেরিটায় নিখোঁজ মা ও দুই বছরের শিশু, অপহরণের সন্দেহ স্বামীর

মার্ঘেরিটা, ২৬ মে: তিনসুকিয়া জেলার মার্ঘেরিটা থানার অন্তর্গত মাকুমকিলা গ্রাম থেকে এক মহিলা ও তাঁর দুই বছরের পুত্রসন্তান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে, যখন সুনীতা উরাঁও নামক মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি।

সুনীতার স্বামী কানু উরাঁও জানিয়েছেন, স্ত্রী কোথাও যাওয়ার কথা বলেননি এবং পাঁচ বছরের আরেক পুত্রসন্তানকে বাড়িতে রেখে তিনি নিখোঁজ হন। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো খোঁজ না মেলায় কানু মার্ঘেরিটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে তিনি দাবি করেছেন, পেঙ্গরী নালানী গ্রামের পিংকি উরাঁও নামের এক মহিলা তাঁর স্ত্রীকে রাজ্য ছেড়ে পালাতে প্ররোচিত করেছেন। ফলে, সুনীতার নিখোঁজ হওয়াকে তিনি স্বেচ্ছাচারিতা নয়, বরং সম্ভাব্য অপহরণ হিসেবে দেখছেন।

মার্ঘেরিটা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে এবং আশেপাশের জেলাগুলির পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজ্যসীমা অতিক্রম সংক্রান্ত সম্ভাব্য গতিবিধির খোঁজ চালাচ্ছে।

এই ঘটনা ৮৩ নম্বর মার্ঘেরিটা বিধানসভা কেন্দ্রের নারীর সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগ ফের সামনে এনেছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলে মহিলাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় নেতৃত্ব নিরাপত্তা জোরদার এবং গ্রামীণ এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

মার্ঘেরিটা থানার পক্ষ থেকে জনসাধারণের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়েছে। কেউ যদি সুনীতা উরাঁও বা তাঁর শিশুর সন্ধান পান, তাঁকে নিকটবর্তী থানায় যোগাযোগ করতে অথবা পুলিশের হেল্পলাইন নম্বর ৮০৯৯৪৫৬৪৭২-এ ফোন করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই মুহূর্তে তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং বিভিন্ন সূত্র ধরে কাজ চালানো হচ্ছে।

পরিবারকে একত্রিত করার জন্য ও ঘটনার প্রকৃত কারণ উন্মোচনে সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

মণিপুরে গভর্নরের বিরুদ্ধে আন্দোলন; কোকোমি"র প্রতিবাদে পথে শত শত মানুষ

ইমফল, ২৬ মে: মণিপুরের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবিতে মণিপুর অখণ্ডতার সমন্বয়কারী কমিটি (সিওকোমআই)-এর রাজ্যব্যাপী আন্দোলন সোমবার দ্বিতীয় দিনে প্রবেশ করেছে। তিদ্দিম রোড বরাবর শত শত বিক্ষুব্ধ লোক গভর্নরের দিল্লি সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাকে প্রতিবাদ জানাতে অবস্থান নিয়েছে।

শিক্ষার্থী ও কর্মীরা বিমানবন্দর থেকে রাজ ভবন পর্যন্ত রাস্তা ঘিরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা গভর্নরের বিরুদ্ধে "গভর্নরকে ক্ষমা চাইতে হবে" এবং "মণিপুরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা নষ্ট করো না" লেখা প্ল্যাকার্ড দেখিয়ে কড়া প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইমফল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে কওকেইথেল এলাকা, যেখানে গভর্নরের বিকাল ১:৩০ নাগাদ আগমন প্রত্যাশিত ছিল। যদিও গভর্নরের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়নি, তবুও জনতা সড়ক পাড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে বিক্ষোভ চালিয়ে গেছে।

বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটেছে গভর্নরের এমন এক নির্দেশের অভিযোগ থেকে, যেখানে মে ২০ তারিখের শিরুই উৎসবের সময় উখরুল যাওয়ার বাস থেকে 'মণিপুর' শব্দটি অপসারণের নির্দেশ দেয়া হয়। কোকোমি এই ঘটনায় গভর্নরকে ক্ষমা চাইতে না চাওয়াকে মণিপুরের পরিচয়ের প্রতি অবমাননা বলে ঘোষণা করে ২৫ মে থেকে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ শুরু করে।

বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করে গভর্নরের ওই নির্দেশের তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে। নিরাপত্তার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাহিনী বিমানবন্দর থেকে রাজ ভবন পর্যন্ত এলাকায় মোতায়েন ছিল।

কোকোমি"-এর এই আন্দোলন শুধু বাসের নির্দেশনার বিরুদ্ধে নয়, বরং মণিপুরের রাজ্য স্বায়ত্তশাসন ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপক প্রশ্ন তুলে ধরে। সংগঠনটি গভর্নরের কর্মকাণ্ডকে মণিপুরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ক্ষুণ্ণ করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ বলে অভিহিত করেছে।

স্থানীয় প্রশাসন জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলেও, বিক্ষোভকারীরা গভর্নর থেকে ক্ষমা চাওয়া না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এই ঘটনাটি মণিপুরের রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং রাজ্যবাসীর মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দুই প্রজাতির স্টিংলেস মৌমাছি চিহ্নিত, কৃষিতে ফলন ও মধুর গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে

কোহিমা, ২৬ মে: নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সম্প্রতি দুই প্রজাতির স্টিংলেস মৌমাছি টেট্রাগোনুলা ইরিডিপেনিস স্মিথ ও লেপিডোট্রিগোনা আর্কিফেরা ককেরেলকে অত্যন্ত কার্যকর পরাগবাহক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যারা ফসলের উৎপাদনশীলতা এবং গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সক্ষম। এই গবেষণাটি অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেটেড রিসার্চ প্রোজেক্ট -এর আওতায় ড. অবিনাশ চৌহান-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে এবং প্রায় এক দশকব্যাপী গবেষণার ফল এটি। গবেষণায় দেখা গেছে, স্টিংলেস মৌমাছি নিয়ন্ত্রিত কৃষি পরিবেশযেমন গ্রিনহাউসএও দক্ষতার সঙ্গে পরাগায়ন ঘটাতে পারে এবং এর পাশাপাশি তারা ঔষধি গুণসম্পন্ন উচ্চমানের মধু উৎপাদন করে, যার বাজারে রয়েছে ব্যাপক চাহিদা।

ড. চৌহান বলেন, "আমাদের গবেষণার ফলাফল এখন মৌচাষিদের জন্য নিরাপদ ও লাভজনকভাবে স্টিংলেস মৌমাছি পালনকে সম্ভব করে তুলেছে। এতে মৌমাছির মৃত্যুর হার কমে গেছে এবং মধুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এতে টেকসই জীবিকা ও অধিক লাভের পথ প্রশস্ত হয়েছে।"

গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাপসিকাম ও কিং চিলি-র ক্ষেত্রে পরাগায়নের ফলে ফল ধরার হার ও গুণমান বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, কিং চিলি-তে ফল ধরার হার বেড়ে ২১% থেকে ২৯.৪৬% হয়েছে। ক্যাপসিকাম অ্যানম-এ ফলের গঠন ও স্বাস্থ্য ৭% এর বেশি উন্নতি পেয়েছে, এবং বীজের ওজন বেড়েছে ৬০.৭৪%, যা বীজের জীবন্ততা নির্দেশ করে।

গবেষণায় টমেটো, শসা, জলকুমড়ো, তরমুজ, কুমড়ো, বেগুন, ড্রাগন ফল এবং সাইট্রাস ফলের ক্ষেত্রেও স্টিংলেস মৌমাছির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া, আম, পেয়ারা, আমলকি, ভারতীয় বরই ও রুস প্রজাতির ফল গাছে পরাগবাহকের গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

গবেষণার আওতায় প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে স্টিংলেস মৌমাছির কলোনি সংগ্রহ ও গুণগত উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে পালন শুরু হয়েছে। কুইন সেল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ডোমেস্টিকেশন ও গুণগত বংশবৃদ্ধি এখন নাগাল্যান্ড ছাড়াও মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশে সম্প্রসারিত হয়েছে।

যদিও ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যে স্টিংলেস মৌমাছি পালন এখনও সীমিত, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে পরম্পায়ার হোমস্টেড এপিয়োরি পদ্ধতিতে এই চাষ আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। গত এক দশকে এর বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে।

গবেষণা দল ভবিষ্যতে প্যাশন ফ্রুট, সোলানাম প্রজাতি ও চাউ-চাউয়ের মতো অপ্রচলিত কিন্তু ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ফসল নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। পাশাপাশি, মধু সংগ্রহের কৌশল উন্নয়ন ও মেলিসোপ্যালিনোলজিক্যাল স্টাডির মাধ্যমে মধুর ঔষধি গুণাগুণ বোঝার দিকেও গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ কৃষি উদ্ভাবনের পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব পরাগবাহক সংরক্ষণের দিকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গবেষকরা এপিস ডোরসাটা, এপিস ফ্লোরিয়া, হ্যালিক্টিড মৌমাছি, সিরফিড মাছি এবং আমেগিলা মৌমাছির সংরক্ষণের ওপরও জোর দিয়েছেন।এই গবেষণা ভারতের কৃষিক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছেবিশেষ করে দূরবর্তী ও পাহাড়ি অঞ্চলে টেকসই কৃষিকাজে স্টিংলেস মৌমাছির ব্যবহার বাড়ানো যাবে বলে আশাবাদী গবেষক মহল।

সোমবার আগরতলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে নজরুলের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

শীতজুড়ে সর্দি-কাশি, হজমের গোলমাল লেগে রয়েছে? ভরসা রাখুন এই ডিটক্স ওয়াটারে

হঠাৎ করে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে রোগ-সংক্রমণ। পাশাপাশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে কোভিড। সেই সঙ্গে বাড়ছে ওমিক্রনের নতুন সাব-ভ্যারিয়েন্টের আতঙ্ক। সব মিলিয়ে এখন সুস্থ থাকাই একমাত্র উদ্দেশ্যে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিশেষজ্ঞেরা বার বার জোর দেন শাক-সবজি, তাজা ফল, বাদাম, ডাল, প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের উপর।
কিন্তু তারপরেও সামান্য ঠান্ডা লাগলেই জ্বরে পড়ে যান বেশিরভাগ মানুষ। তাছাড়া শীতে জল কম খাওয়ার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজমের সমস্যা থেকেই থাকে। সুতরাং, বছর শেষ হলেও আপনাকে এমন পুষ্টিকর খাবার বেছে নিতে হবে যা আপনাকে সারা বছর সুস্থ রাখবে।
শীতে সুস্থ থাকতে কী খাবেন?
আজকাল সজনে ডাঁটার পাশাপাশি এর ফুল, পাতারও চাহিদা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, সজনে সুপারফুড। যদিও বাঙালিদের মধ্যে প্রথম থেকেই জনপ্রিয় সজনে ডাঁটা ও সজনে ফুল। কিন্তু এই দুটোরই মরশুম এখন নয়। তাজা সজনে ডাঁটা পাওয়া জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে গরমকাল পর্যন্ত। আর সজনে ফুল পাওয়া যায় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ। সুতরাং, এখন সুস্থ থাকার একমাত্র উপায় সজনে পাতা। এই সজনে পাতা আপনি সারা বছর পেয়ে যাবেন। আর যদি সজনে পাতার গুঁড়ো সংরক্ষণ করে রাখেন, তাহলে তো আর কোনও চিন্তাই নেই।
সজনে পাতার স্বাস্থ্য উপকারিতা- ওজন কমানো থেকে শুরু করতে হার্টকে ভাল রাখতে সাহায্য করে সজনে পাতা। সজনে পাতার মধ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও মিনারেলে পরিপূর্ণ সজনে পাতা শরীরকে নানাভাবে উপকৃত করে। এটি ওজন কমায়, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতায় বাড়ায়, ব্লাড সুগারকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যে ভাবে সজনে পাতাকে ডায়েটে রাখবেন-
মাছের ঝোল, তরকারিতে সজনে পাতা দিয়ে দিতে পারেন। এতে উপকার পাবেন। কিন্তু সারাবছর যদি সজনে পাতার উপকারিতা পেতে চান তাহলে সজনে পাতার জল পান করুন। আর এর জন্য প্রয়োজন সজনে পাতার গুঁড়ো। তাজা সজনে পাতাকে রোদে শুকিয়ে তার গুঁড়ো বানিয়ে নিন। এবার এটা এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে রেখে দিন। সজনে পাতার জল কীভাবে বানাবেন? এক গ্লাস জল গরম করুন। এতে ১-২ টেবিল চামচ সজনে পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। এতে এক চিমটি বিটনুন ও ২ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে দিন। হালকা গরম অবস্থায় এই ডিটক্স জলটা পান করুন। সকালে খালি পেটে পান করবেন। এটি আপনার শরীর থেকে সমস্ত দূষিত পদার্থ বের করে দেবে। এতেই রোগের ঝুঁকি কমে যাবে।

যেসব কথা অফিস থেকে ফিরে এসে ভুলেও আপনার সঙ্গীকে বলবেন না

দাম্পত্য জীবনে ছোটখাট বিভিন্ন বিষয়েই দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য বা ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে। কখনো কখনো আবার ছোট বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। যা এক পর্যায়ে বিচ্ছেদেও রূপ নিতে পারে।
বর্তমানে বেশিরভাগ স্বামী- স্ত্রীই দুজনে কর্মজীবী হওয়ায় বিভিন্ন মানসিক চাপে সামান্য বিষয়েও ঝগড়া লেগে যায়।
এমনকি করোনাকালে দাম্পত্য সহিংসতা অতীতের তুলনায় বেড়েছে বলে জানা গেছে বিভিন্ন সমীক্ষায়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, সারাদিন অফিসে নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে যান অনেকেই। সেখানে মনের উপর চাপ পড়লেও মুখ ফুটে কোনো প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় বাড়ি ফেরার পর অনেকের মাথা ঠিক থাকে না। ফলে অনেকেই বাঝে ব্যবহার করে বসেন সঙ্গীর সঙ্গে।
এর ফলে সঙ্গী মনে কষ্ট পেতে পারেন। তাই আপনাকে অবশ্যই এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তাই আপনি বা আপনার সঙ্গী কিংবা দুজনেই যদি চাকরিজীবী হন তাহলে ঘরে ফিরে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় বেশ কিছু বিষয় মাথায় রাখবেন। তাহলে হঠাতকরেই দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হবে না। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক, কাজ থেকে ফিরে কোন কথাগুলো সঙ্গীকে একেবারেই বলবেন না- ভুল সবারই হতে পারে। তবে অফিস থেকে ফিরেই সঙ্গীর কোনো ভুল যদি আপনি ধরতে যান তাহলে দেখা দিতে পারে মারাত্মক সমস্যা। তাই আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হতে হবে। বাড়ি ফিরে একটু শান্ত হয়ে বসুন। তারপর যে কোনো কথা ঠান্ডা মাথায় শুরু করুন। এই কাজটি এখনই করো! এভাবে অর্ডার বা হুকুম দেওয়ার ভঙ্গিতে কখনো সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলবেন না। ঘরে ফিরেই সঙ্গীর কাজ বাড়িয়ে দিলে দেখা দেবে সমস্যা। তাই আপনাকেও যেমন বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে ঠিক তেমনই অপরজনকেও বুঝতে হবে। অফিস থেকে ফিরেই হিসাব নিকাশ করতে বসবেন না কিংবা খরচের বিষয়ে সঙ্গীকে দোষারোপ করবেন না। ঘরে ফেরার পর সঙ্গীর সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলুন। খরচের বিষয়ে কথা বলার অনেক সময় পাবেন। কাজের স্থানের রাগ-ক্ষোভ সেখানেই ঝেড়ে ফেলে আসুন। সেখানকার হতাশা বাড়িতে নিয়ে আসবেন না। অনেকেই বিভিন্ন জায়গার রাগ-ক্ষোভ ঘরে দেখান। এর ফলে অজান্তেই সঙ্গীর সঙ্গে চিৎকার করে ভালোমন্দ বলে ফেলেন। যা একদমই ভুল কাজ। এতে অশান্তি আরও বাড়বে। এই অভ্যাস অন্যান্য সদস্যদের প্রতি আপনাকে ছোট করে দিতে পারে। এমনকী সঙ্গী দূরেও চলে যেতে পারেন। তাই এই কাজ একেবারেই উচিত হবে না।

ঘুম থেকে ওঠার পর হঠাৎ করে মাথা ব্যথা হয় কেন? কি বলছে গবেষণা

ঘুম থেকে ওঠার পর সবাই সতেজ অনুভব করেন না। এমন অনেকে আছেন যারা এক ধরনের অস্বস্তি নিয়ে চোখ খোলেন। ঘুম ভাঙতেই দেখা দেয় তীব্র মাথা ব্যথা, চোখে যন্ত্রণা, গা গোলানো ও বমি বমি ভাব। যাদের মাইগ্রেন ও হাইপারটেনশন আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা এমন সমস্যায় ভোগেন। অনেক সময় এই যন্ত্রণা নিয়ে অফিস করা কিংবা ঘর সামলানো সম্ভব হয় না।
ঘুম থেকে ওঠার পর হঠাত এই মাথা ব্যথার কিছু কারণ রয়েছে। তাই এমনটা হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। জেনে নিন সকালে মাথা ব্যথার সম্ভাব্য কিছু কারণ-
স্লিপ অ্যাপনেয়া
স্লিপ অ্যাপনেয়ার সমস্যা থাকলে ঘুমের ভেতরেই শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে থাকে। এছাড়াও নাক ডাকা, গলা শুকিয়ে যাওয়া, ঘুমের মধ্যেই বারবার প্রস্রাব পাওয়া স্লিপ অ্যাপনেয়ার উপসর্গ। এই সমস্যার কারণে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। যে কারণে সকাল থেকেই শুরু হয় মাথা ব্যথা।
মাইগ্রেনও হতে পারে কারণ
সকালে মাথা ব্যথা হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে মাইগ্রেন। বিশ্বের প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ মাইগ্রেন নামক যন্ত্রণার শিকার। মাইগ্রেন থাকলে দৃষ্টিশক্তি খারাপ হতে থাকে। এছাড়া ঘিরে ধরে ক্লান্তিবোধ। বিশেষ করে সকালে ঘুম ভাঙার পরে এই যন্ত্রণা শুরু হয়। তবে সবার ক্ষেত্রে এর উপসর্গ একইরকম হয় না। বরং ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।
হ্যাংওভার
মদ্যপান করা স্বাস্থ্যকর কোনো অভ্যাস নয়। এর কারণে নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। রাতের বেলা মদ্যপান করলে পরদিন সকালে মাথা ব্যথা হতে পারে। রাতে বারবার তৃষ্ণা পাওয়া, দ্রুত হৃদস্পন্দন, ক্লান্তি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে হ্যাংওভারের কারণে।
দৃষ্টিশক্তির সমস্যা
ঠান্ডাজনিত মাথাব্যথা আর প্রায়ই মাথাব্যথায় ভুগতে থাকার মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। দৃষ্টিশক্তির সমস্যার কারণেও এমনটা হতে পারে। মাথা ব্যথার পাশাপাশি চোখে অস্পষ্ট দেখা কিংবা চোখ থেকে জল পড়ার সমস্যা থাকলে সতর্ক হোন। দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
স্নায়ুগত সমস্যা থাকলে
মস্তিষ্কের স্নায়ুগত কোনো সমস্যা থাকলেও দেখা দিতে পারে সকালে মাথাব্যথার সমস্যা। এমনটা হলে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা চোখে অন্ধকার দেখাও অস্বাভাবিক নয়। মাথা ব্যথার পাশাপাশি ঘাড়ে ব্যথা, গা গোলানো বা বমি ইত্যাদিও হতে পারে। তবে এসব উপসর্গ মাইগ্রেনের সঙ্গে মিলে যায়। মাথার পেছন দিকে ঘন ঘন অসহ্য ব্যথা হলে তা টিউমারের লক্ষণও হতে পারে। মাঝে মাঝেই এমন মাথাব্যথা হলে সতর্ক হতে হবে। মাথাব্যথার ধরন ও কতক্ষণ স্থায়ী হয় তার ওপর নির্ভর করে এর চিকিতা। তাই এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে চিকিতকের পরামর্শ নিন। নিজে থেকে কোনো ধরনের ওষুধ খাবেন না। একমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কারও পরামর্শে ওষুধ খাবেন না। সচেতন হোন, সুস্থ থাকুন।

দুই বছরে পাঁচ শতাংশ বেড়েছে ফুসফুসের ক্যানসার

ভারতে ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ফুসফুসের ক্যানসার। কেন্দ্রের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, গত দুই বছরে দেশে পাঁচ শতাংশে হারে বেড়েছে ফুসফুসের ক্যানসার। আশঙ্কার কথা হল, কেবলমাত্র ধূমপায়ীরাই ফুসফুসের ক্যানসারের শিকার হচ্ছেন না।
অধূমপায়ী, মহিলারাও মারণ রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, অন্যতম কারণ দূষণ। যা ভারতের বড় শহরগুলোতে ক্রমবর্ধমান।
পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ?
সংসদে আই সি এম আর-এর পরিসংখ্যান পেশ করে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, গত বছর দেশে মোট ৩৪ হাজার মানুষ ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। অধিক আক্রান্ত রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে বাংলা। তালিকা অনুযায়ী রাজ্যগুলি হল উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বাংলা ও বিহার। দক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে আক্রান্ত সংখ্যায় শীর্ষে তামিলনাড়ু। এরপর যথাক্রমে রয়েছে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরল।
৯ জন ভারতীয়ের মধ্যে একজন ক্যানসারে আক্রান্ত: ফুসফুস ও অন্যান্য ক্যানসার মিলিয়ে মোট আক্রান্ত সবচেয়ে বেশি উত্তরপ্রদেশে। ২০২২ সালে সেখানে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজার ৯৫৮ জন। আই সি এম আর জানাচ্ছে, ৯ জন ভারতীয়ের মধ্যে কমপক্ষে একজন জীবদ্দশায় ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন, ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে ১২.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে কর্কট রোগ। অধিকাংশ আক্রান্তের বয়স ৪০ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে।
ফুসফুসের ক্যানসারের লক্ষণ: দীর্ঘস্থায়ী কাশি। যা কিছুতেই সারতে চায় না। কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা। শ্বাসকষ্ট। বুকে ব্যথা। গলা বসে যাওয়া। ওজন কমা। হাড়ে ব্যথা। ক্রমাগত মাথা যন্ত্রণা। কী কী কারণে মারণ রোগ হতে পারে? ধূমপান, দূষণ ছাড়াও ব্যাডিয়েশন থেরাপি থেকেও কর্কট রোগের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। যে সব শ্রমিকরা কেমিক্যাল, ধাতুর গুড়োর মধ্যে নিয়মিত কাজ করে থাকেন, তাঁদের ফুসফুসের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি বাড়ে। এছাড়াও জিনগত কারণে ফুসফুসের ক্যানসার হতে পারে। অতএব, প্রতি ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হলে। দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে হবে। ফুসফুস ও অন্যান্য ক্যানসার মিলিয়ে মোট আক্রান্ত সবচেয়ে বেশি উত্তরপ্রদেশে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত রাজ্যগুলি হল উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বাংলা ও বিহার।

আপনার কি হাঁটুর ব্যাথা ও বেদনায় ভুগছেন, তাহলে কিছু সহ্যজ উপায়

বিভিন্ন কারণে হাঁটু ব্যথা হতে পারে। তার মধ্যে বয়সজনিত কারণেও হাঁটু ব্যথা হয়ে থাকে। হাঁটুতে থাকে এক ধরনের তরল। বয়স হলে সেই তরল কমে যায়। সেই থেকেই ব্যথা অনুভব হওয়া শুরু। বয়স হলে মানুষের শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব হয়। ফলে হাড় দুর্বল হয়ে ব্যথা হতে পারে। অনেক সময় আবার রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গেলেও হাঁটু ব্যথা শুরু হয়ে থাকে।
বয়সজনিত কারণ ছাড়া চোট-আঘাত লেগেও ব্যথা হয় হাঁটুতে। চোট লাগলে অনেক সময় লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। বহু রোগী সেই রোগের সঙ্গে সঙ্গে চিকিতা করান না। ফলে পরে হাঁটুর সমস্যায় ভুগতে হয় তাদের। এ ছাড়া স্পন্ডেলাইটিস থেকেও হাঁটু ব্যথা হতে পারে।
বয়স্ক নারী বা পুরুষদের মধ্যেই শুধু হাঁটু ব্যথা সীমাবদ্ধ নয়। অল্প বয়সীদেরও এই অসুবিধা হতে পারে। অল্প বয়সীদের দুর্ঘটনা জনিত কারণে হাঁটুতে চোট আঘাত লাগতে পারে। আর হাঁটুতে ব্যথা হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা সারতেও সময় নেয়। হাঁটু ব্যথায় মহিলারাই আক্রান্ত হন বেশি। এর একাধিক কারণ রয়েছে। মহিলাদের ৪৫ বছর বয়সের পর ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মেয়েদের হাড়ে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যায়। মেয়েদের মধ্যে যারা বাড়িতে বসে কাজ করেন, তাদের তো বটেই, এমনকী যারা মাঠে কাজ করেন, তাদেরও অনেক সময়ে হাঁটু মুড়ে কাজ করতে হয়। ফলে হাঁটুতে হাড়ের সংযোগস্থলে চাপ অনেকটাই বেড়ে যায়। দিনের পর দিন হাড়ের সংযোগস্থল অর্থাতহাঁটুতে চাপ পড়ায় তার ক্ষমতা কমে যায়। তার থেকেই মেয়েদের এখানে ব্যথার সৃষ্টি হয়। পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি সংখ্যায় হাঁটু ব্যথার সমস্যায় ভোগেন। তাই যতটা সম্ভব হাঁটু না মুড়ে যাতে কাজ করেন, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে মেয়েদেরই।
মানুষ দিনকে দিন ঘরকুনো হয়ে পড়ছে। ঘরের মধ্যে কাজ করতেই বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করছেন মানুষ। নারীদের পাশাপাশি পুরুষেরাও অনেক ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে বিশেষ বের হতে চান না। সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়। অধিকাংশ সময়ে বাড়িতে থাকায় সেই ভিটামিন-ডি এর অভাব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমরা ক্রমশ হাঁটতে ভুলে যাচ্ছি। বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরে বাজার হলেও আমরা মোটরবাইক, সাইকেল বা টোটোয় করে যাচ্ছি। চলাফেরা কম করার ফলে আমাদের হাড় দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। যার জন্য সামান্য চোট আঘাত লাগলেই হাড় ভেঙে যাচ্ছে বা ব্যথা দীর্ঘদিন ধরে থেকে যাচ্ছে। হাঁটু ব্যথার মতো সমস্যাকে আমরা অনেক সময় গুরুত্বই দিচ্ছি না। ব্যথা যখন হচ্ছে, সেই সময়ই ওষুধ খাচ্ছি। তার পরে সব ভুলে যাচ্ছি। আর তাই ফিরে আসছে ব্যথা।
এখন আমরা শরীরে কোথাও কোনও ব্যথা হলে সহ্য করতে পারি না। আমাদের সহ্য ক্ষমতা কমে গেছে। তাই হাঁটু ব্যথা হলে আমরা পাড়া কিংবা বাড়ির আশে-পাশের ওষুধের দোকানে ছুটে যাই। ব্যথার ওষুধ খেয়ে সাময়িক ভাবে রোগ থেকে মুক্তি পাই। তবে তাতে আমাদের আরও ক্ষতি হচ্ছে। তাই হাঁটুর মতো গুরত্বপূর্ণ স্থানে ব্যথা অনুভব হলে চিকিতকের পরামর্শ মতো ওষুধ খেতে হবে। ব্যথার ওষুধ বেশি খেলে আবার কিডনির সমস্যা হতে পারে। এমনকী, হতে পারে আলসারও। তবে সব থেকে ভাল দাওয়াই হল ব্যায়াম। নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। হাঁটুর ব্যথা হলে পা লম্বা করে একবার শক্ত এবং একবার ঢিল দিতে হবে। এমন করলে হাঁটুর হাড়ের শক্তি বেড়ে যায়।
প্রথমেই বলা হয়েছে, দু'টি কারণে হাঁটু ব্যথা হয়ে থাকে। বয়স জনিত কারণে হাঁটু ব্যথা হলে সহজে দূর করা যায় না। তবে দুর্ঘটনাজনিত কারণে হলে তা কতটা মারাত্মক সেটা দেখে বলা যায় তা পুরোপুরি ঠিক হবে কি-না। তবে ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং সেটা সম্ভব সঠিক চিকিতার মাধ্যমে। প্রয়োজনে নতুন করে হাঁটুর হাড় প্রতিস্থাপনও করা যায়। লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেলে তা-ও মেরামত করা যায়। লিগামেন্টের সমস্যা হলে হাঁটার সময়ে সতর্ক থাকতে হবে। এ ছাড়া বয়স্কদের ব্যথাও নিয়ম মতো চিকিৎসকদের পরামর্শ নিলে সারানো সম্ভব। তবে একই সঙ্গে অবশ্য মানুষের জীবনযাত্রাতেও বদল আনতে হবে।

উজ্জ্বল ত্বকের জন্য প্রতিদিন ভিটামিন সি সমৃদ্ধ স্মুদি পান করুন

আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি অরেঞ্জ ওটস স্মুদি তৈরির রেসিপি। এই স্মুদিটি সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর।আপনি মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে সকালের জলখাবারে এটি তৈরি করে পান করতে পারেন। কীভাবে কমলা ওটস স্মুদি তৈরি করবেন: কমলা এবং ওটস উভয়ই এমন খাবার যা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ।
ভিটামিন ডি একটি খনিজ যা আপনার হাড়কে শক্তিশালী করে। এমন পরিস্থিতিতে আপনি যদি কমলা ও ওটস মিশিয়ে স্মুদি বানিয়ে পান করেন তাহলে আপনার শরীরে ভালো পরিমাণে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। যা দিয়ে আপনি হাড়ের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
এছাড়াও, কমলালেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, তাই এই স্মুদির ব্যবহার আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতেও সাহায্য করে। এমন পরিস্থিতিতে আজ আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি অরেঞ্জ ওটস স্মুদি তৈরির রেসিপি। এই স্মুদিটি সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর। আপনি মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে সকালের জলখাবারে এটি তৈরি করে পান করতে পারেন, তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে অরেঞ্জ ওটস স্মুদি তৈরি করবেন- অরেঞ্জ ওটস স্মুদি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ- রোলড ওটস ন্তকাপ,কমলার রস এক কাপ আপেল বা কলা,কয়েকটা বাদাম কিভাবে অরেঞ্জ ওটস স্মুদি বানাবেন? অরেঞ্জ ওটস স্মুদি তৈরি করতে, আপনাকে প্রথমে ওটগুলি ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।
তারপরে আপনি এগুলিকে জলে এবং এক চতুর্থাংশ কাপ কমলার রসে প্রায় ৮-১০ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন।
এর পরে, একটি ব্লেন্ডারের জারে ওটস, কলা বা আপেল টুকরো টুকরো করে রাখুন।
তারপরে আপনি এতে বাদাম এবং কমলার রস যোগ করুন এবং একটি সূক্ষ্ম স্মুদি তৈরি করতে এটি পিষে নিন। এখন আপনার অরেঞ্জ ওটস স্মুদি প্রস্তুত।

প্রতিদিন হলুদের জল পান করা উচিত কেন?

হলুদের উপকারিতার কথা আমরা কম বেশি সবাই জানি। তরকারি স্বাদ বাড়ানোর পাশপাশি সুন্দর রঙ এনে দেয় হলুদ। শুধুমাত্র তরকারিতে যে হলুদ ব্যবহৃত হয় তা না হলুদের অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা আছে। হলুদ জল আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সেই সাথে শরীর থেকে টক্সিন বের করে ফ্লু থেকে দূরে রাখে। হলুদ জলর উপকারিতার কথা চলুন জেনে নেওয়া যাক।
জয়েন্টের ব্যথা দূর করে:
জয়েন্টে ব্যথা হওয়া এখন নারীদের ক্ষেত্রে খুব সাধারণ একটি সমস্যা। হলুদের অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য আছে যা আর্থারাইটিস পেইন সারাতে সাহায্য করে।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে:
হলুদে থাকা কারকিউমিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। হলুদের যে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা শরীরের জন্য অনেক ভালো। মোট কথা শরীরকে অসুখ থেকে দূরে রাখে হলুদ জল। ওজন কমাতে: হলুদ জল ওজন কমাতে সাহায্য করে। ডায়েট চার্টে আজই হলুদ যোগ করুন। হলুদ জল মেটাবলিজম বাড়াতে সাহায্য করে এবং সেই সাথে ওজন কমাতে সাহায্য করে। ত্বকের যত্নে: হলুদে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যা ত্বকের জন্য ভালো। হলুদ জল ফ্রি রেডিক্যাল ড্যামেজ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে যার জন্য চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে। হলুদ আপনার স্কিনকে উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়ী রাখে। ডিটক্সিফিকেশন: আমাদের শরীরে অনেক সময় ক্ষতিকর টক্সিন জমে শরীরকে অসুস্থ করে তোলে। এজন্য ডিটক্সিফাই জরুরি। এক গ্লাস হলুদ জল শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। হলুদ জল খাওয়ার সঠিক নিয়ম: একটি পাত্রে এক কাপ জল নিয়ে ফুটান। এরমধ্যে দুই টুকরো হলুদ দিয়ে আরো ১/২ মিনিট ফুটান। এরপর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। প্রয়োজনে আপনি এর সাথে মধু যোগ করতে পারেন।

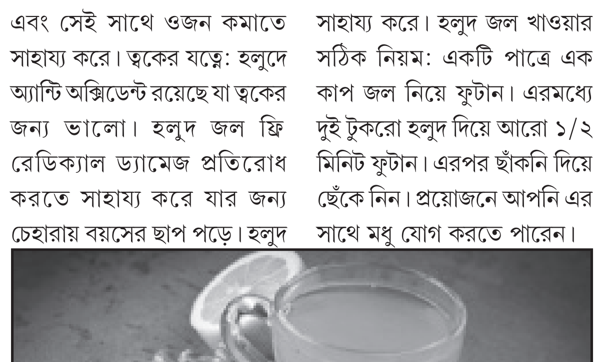

সোমবার আগরতলায় কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ কংগ্রেসের বহু লোক অংশ গ্রহণ করেন।

মিয়ানমার থেকে আগত ৩৩ হাজারের বেশি আশ্রয়প্রার্থীর বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহে প্রস্তুতি নিচ্ছে মিজোরাম সরকার

আইজল, ২৫ মে: মিজোরাম রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের ৩৩,০০০-এর বেশি উদ্বাস্তু নাগরিকের বায়োমেট্রিক তথ্য শীঘ্রই সংগ্রহ করতে পারে রাজ্য সরকার। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের এক আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি দিল্লিতে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা-র সঙ্গে এক বৈঠকে জানান, মিয়ানমার উদ্বাস্তুর বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় পোর্টালের সংশোধন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ‘‘সম্প্রতি পোর্টালের একটি অনলাইন ডেমো অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। একবার পোর্টালের ফর্ম্যাট ও ক্রেডেনশিয়াল অনুমোদিত হলে, আমরা বায়োমেট্রিক নথিভুক্তকরণ শুরু করব,’’ ওই আধিকারিক পিটিআইকে জানান, নাম প্রকাশ না করার শর্তে।

তিনি আরও জানান, আগে যে ফর্ম্যাট পাঠানো হয়েছিল তা উদ্বাস্তুদের তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত ছিল না, কারণ সেটি মূলত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের প্রত্যাবাসনের উদ্দেশ্যে তৈরি। সেই ফর্ম্যাটে এমন কিছু বাধ্যতামূলক তথ্য চাওয়া হয়েছিল, যা উদ্বাস্তুদের পক্ষে প্রদান করা সম্ভব নয়।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে মিজোরামে ৩৩,০২৩ জন মিয়ানমার উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছেন, যার মধ্যে ১২,৩৬১ জন শিশু। অধিকাংশ উদ্বাস্তু চিন রাজ্য থেকে আগত চিন জনগোষ্ঠীর, যাদের জাতিগত সম্পর্ক মিজো জনগণের সঙ্গে গভীর।

২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্র সরকার মিজোরাম ও মণিপুর সরকারকে **‘‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারী’’**দের বায়োমেট্রিক ও বায়োগ্রাফিক তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেয়। পরবর্তী সময়ে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশও দেয়।

মিজোরাম সরকার যদিও প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণ ও নোডাল অফিসার নিয়োগ করেছিল, কিন্তু নভেম্বরের বিধানসভা নির্বাচনের কারণে সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পরবর্তীতে তথ্য সংগ্রহের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। তবে অনুপযুক্ত ফর্ম্যাটের কারণে মিজোরাম সরকার কেন্দ্রকে ফর্ম্যাট সংশোধনের অনুরোধ জানায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন পদক্ষেপ।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের এক আধিকারিক জানান, অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমাকে আসাম রাইফেলস-এর পরিত্যক্ত স্থাপনার জন্য ৫.২৩ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। গত মার্চে আসাম রাইফেলস-এর সদর দফতর আইজল থেকে জোখাউসাং-এ স্থানান্তর করা হয়।

এছাড়াও, লেনগপুই বিমানবন্দরকে এএআই-এর অধীনে আনার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন শাহ। এছাড়া, ‘বানাই কাইহ’ প্রকল্পে শান্তি-উদ্যোগের মাধ্যমে সহায়তা করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে মিজো টেরিটোরিয়াল আর্মি গঠন ও ২০১৯ সালের হাউসহোল্ড রেজিস্টার বিল নিয়েও আলোচনা হয়েছে, যা এখনও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। মিজোরামের সঙ্গে মিয়ানমারের ৫১০ কিমি দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সামরিক অভ্যুত্থানের পর বহু মিয়ানমার নাগরিক মিজোরামে মানবিক কারণে আশ্রয় পেয়েছেন। তাদের অধিকাংশই রাজ্য সরকারের সহায়তায় অস্থায়ী শিবিরে বসবাস করছেন। এখন বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা আরও নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়তে জাতীয় শিক্ষানীতি হবে মুখ্য চালিকা শক্তি: ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য পূরণে জাতীয় শিক্ষানীতি (ঞ্ঝঞ্ঝ) ২০২০ হবে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্ধারিত এই ভিশন বাস্তবায়নে শিক্ষার পরিকাঠামোকে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ‘লেটার অব ইনটেন্ট’ (জ্রঞ্জজ্জ) হস্তান্তর অনুষ্ঠান উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান বলেন, “ভারতে বর্তমানে ৩০ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে, যার মধ্যে ৪ কোটির বেশি উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত। আমাদের লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (ওক্কট্ট) ২৬—২৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া।”

তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘‘শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার আর বিলাসিতা নয়, এটি আজ সময়ের দাবি। যদি আমরা সত্যিই ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে চাই, তাহলে ঞ্ঝঞ্ঝ ২০২০-কে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্থানীয় নয়, বৈশ্বিক হতে হবে।”

১৯৮৬ সালের পুরনো শিক্ষানীতির পরিবর্তে গৃহীত ঞ্ঝঞ্ঝ ২০২০ একটি যুগান্তকারী নীতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার ভাষা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা ও নমনীয়তা রাখা হয়েছে। পূর্বের মতো কোনও নির্দিষ্ট ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না; বরং নিজের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

এই শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক নীতি গঠনের পেছনে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের অংশীদারদের মতামত ও পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলত, এই নীতি যেমন অন্তর্ভুক্তিমূলক, তেমনই আধুনিক ও ভবিষ্যতমুখী। ধর্মেন্দ্র প্রধানের বক্তব্যে সরকারের এই প্রতিশ্রুতি স্পষ্টশিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্তম্ভ হিসেবে ব্যবহার করে ভারতকে একটি বুদ্ধিনিষ্ঠ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্ব-প্রতিযোগিতামূলক রাষ্ট্রে পরিণত করাই এখন চূড়ান্ত লক্ষ্য।

পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে গোপন তথ্য ভাগ — সিআরপিএফ জওয়ানকে গ্রেফতার করল এনআইএ

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সংবেদনশীল ও গোপন তথ্য ভাগ করে নেওয়ার অভিযোগে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর (সিআরপিএফ) এক জওয়ানকে গ্রেফতার করল জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। এনআইএর তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত কর্মী ২০২৩ সাল থেকে সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিল এবং ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক গোপন তথ্য তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। এছাড়াও, সে বিভিন্ন মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে অর্থও পেয়েছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। অভিযুক্তকে জাতীয় রাজধানী দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বর্তমানে এনআইএর হেফাজতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট অভিযুক্তকে আগামী ৬ জুন পর্যন্ত এনআইএর হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

মেঘালয়ায় গ্রেফতার হলেন বেঙ্গালুরুতে কর্মরত একজন বাংলাদেশি ইলেকট্রিশিয়ান

মেঘালয়, ২৬ মে: বেঙ্গালুরুতে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কর্মরত এক বাংলাদেশি নাগরিককে মেঘালয়ের ইস্ট খাসি হিলস জেলার সোহরা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই ব্যক্তি ভারত থেকে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সময় আটক হয়েছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় পুলিশ একটি তথ্যের ভিত্তিতে সোহরায় একটি চেকপোস্ট স্থাপন করে। পুলিশের সংকেত দিলে গাড়িটি থামেনি, যার ফলে পুলিশের সাথে একটি দৌড় শুরু হয়। পরে সেভেন সিস্টার্স ফলস ভিউপয়েন্টের কাছে গাড়িটি আটকানো হয়।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম রোবিউল ইসলাম (৩২), তিনি বাংলাদেশ পিরোজপুরের টেংরা খালির বাসিন্দা। তার কাছে ভারতীয় অবস্থান বা যাত্রার বৈধ কোনো নথি ছিল না।

পুলিশ সুপার বিবেক সিয়েম জানান, ‘রোবিউল ইসলাম স্বীকার করেছেন যে তিনি টেংরা খালির বাসিন্দা এবং বেঙ্গালুরুতে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন। তিনি পুলিশকে জানান যে, তিনি নিয়মিত এই রুট ব্যবহার করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত করেন।’

এছাড়াও, গাড়ির চালক ও আরেক যাত্রী, যারা ইচামতি বাজারের বাসিন্দা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে বসবাস করেন, তাদের অবৈধ প্রবেশে সহায়তার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশে বিনিয়োগের সূচনা: ৬,৩৫৭ কোটি টাকার মৌ-স্বাক্ষরিত

ইটানগর, ২৬ মে: নতুন দিল্লির ভারত মন্দপমে ২৩ ও ২৪ মে অনুষ্ঠিত রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টর্স সামিট ২০২৫-এ অরুণাচল প্রদেশ সরকার ১৬ জন বিনিয়োগকারীর সঙ্গে ৬,৩৫৭ কোটি টাকার মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর করেছে।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং-গুলি স্বাক্ষরিত হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ বিভাগের সচিব এবং বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে বায়োফুয়েল, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং কৃষি।

প্রধান বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে আগ্রি-বায়োফুয়েল গ্লোবাল লিমিটেডের ২,৩২৪ কোটি টাকার বিনিয়োগ, যা কৃষিজ বর্জ্য থেকে বিমান ও সামুদ্রিক জ্বালানি উৎপাদন করবে। ডেভেলপার গ্রুপ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড তিনটি মৌ-র জন্য স্বাক্ষর করেছে২,৭৬০ কোটি টাকার বনায়ন ও কার্বন ক্রেডিট মনিটাইজেশন, ৫৭০ কোটি টাকার বিমা বাঁশ প্লান্টেশন বায়োফুয়েলের জন্য এবং ৫৫ কোটি টাকার মোসো বাঁশ প্লান্টেশনের জন্য।

ইনলামোবি প্রাইভেট লিমিটেড ১,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইউরোপিয়ান ব্লু ভ্যালি ফ্র্যাগ্র্যান্সেস অ্যান্ড ফ্লেভারস ইউনিট এবং আয়ুষ ক্লাস্টার প্রতিষ্ঠার জন্য। মেধাবী গ্রুপ ১৭৮ কোটি টাকার মৌস্বাক্ষর করেছে জিরোতে একটি দক্ষতা, উদ্ভাবন ও আদিবাসী উদ্যোগপতি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য, যা ৪৩০ এর বেশি সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফার্ম নেটিভ গ্রুপ ১৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য, যা সরাসরি ৯০০ থেকে ১,১০০ এবং পরোক্ষভাবে ১,০০০ থেকে ১,৫০০ কর্মসংস্থান তৈরি করবে। এছাড়া, জেডসফটপয়েন্ট ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে তথ্যপ্রযুক্তি ও ডেটা সেন্টারে এবং বিশ্বকর্মা অ্যান্ড কো ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে জিরোতে পর্যটনভিত্তিক হোটেল উন্নয়নে। বাঁশ প্রক্রিয়াজাতকরণ, হার্বাল ও হলুদের পণ্য উন্নয়ন, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহ্যবাহী পর্যটন উন্নয়ন ক্ষেত্রেও মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ বিভাগের

অপারেশন সিঁদুরের পর বিশ্ব ভ্রমণে ভারতীয় প্রতিনিধিদল: বিশ্বনেতাদের বার্তা - অপরাধীদের ছাড় দেওয়া হবে না

নয়াদিল্লি/নিউইয়র্ক, ২৬ মে পহেলগাঁও হামলার পর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত চালু করেছে ‘অপারেশন সিঁদুর’। এই অভিযানের পর গঠিত হয়েছে সাতটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল, যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে ভারতের অবস্থান তুলে ধরছে।

কংগ্রেস সাংসদ ডঃ শশী থারুরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি নিউইয়র্কে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক, গণমাধ্যম ও চিন্তাবিদদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ডঃ থারুর বলেন, “ভারত এখন এক নতুন নীতি নিয়েছেসীমান্ত পেরিয়ে আসা সন্ত্রাসীদের আর রেহাই দেওয়া হবে না।” তিনি বলেন, পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গিরা এতদিন ধরে যে বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে ভারতে হামলা চালিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছিল, সেই যুগ শেষ হয়েছে।

গয়ানায়, ডঃ থারুরের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল গয়ানার উপ-রাষ্ট্রপতি ভরত জগদেও-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

উপ-রাষ্ট্রপতি ভারতের অবস্থান সমর্থন করেন বলেও জানান ডঃ থারুর।

বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পাণ্ডার নেতৃত্বে বাহরিন সফররত প্রতিনিধিদল দেশটির উপ-প্রধানমন্ত্রী শেখ খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। দক্ষিণ কোরিয়ায়, জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝার নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে মতবিনিময় করেন। কাতারে, এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল কাতার শুরা কাউন্সিলের উপ-সভাপতি ডঃ হামদা আল সুলাইতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝির নেতৃত্বে অন্য একটি প্রতিনিধিদল স্লোভেনিয়া সফরে রয়েছে।

বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের ভূমিকাকে প্রশংসা করে বলেন, “সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট এবং এই জাতীয় ঐক্য প্রশংসার যোগ্য।”

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে বলেন, “অপারেশন সিনদুর শুধু একটি সামরিক অভিযান নয়, এটি একটি নতুন ভারতের প্রতিচ্ছবিযেখানে সাহস, সংকল্প ও বিশ্বে ভারতের বাড়তে থাকা শক্তি প্রতিফলিত হচ্ছে।”

প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিনদুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অসাধারণ সাহস এবং সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসী ঘাঁটি নিখুঁতভাবে ধ্বংস করার দক্ষতার প্রশংসা করেন।

ভারতের এই কূটনৈতিক তৎপরতা একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরে ঐক্যের বার্তা দিচ্ছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মহলেও স্পষ্ট করছে যে সন্ত্রাসবাদ ও এর মদতদাতাদের আর বরদাস্ত করা হবে না।

জম্মু-কাশ্মীর থেকে জুনে প্রথম চেরি পণ্যবাহী ট্রেন রওনা দেবে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে

জম্মু, ২৬ মে — জম্মু-কাশ্মীর থেকে উৎপাদিত চেরি প্রথমবারের মতো রেলপথে মুম্বইয়ে পাঠানো হবে। আগামী ৩ জুন কাটরা রেলওয়ে স্টেশন থেকে মুম্বইয়ের বান্দ্রা টার্মিনাস পর্যন্ত একটি বিশেষ পণ্যবাহী ট্রেন যাত্রা শুরু করবে, যা ২৪ টন চেরি পরিবহন করবে।

এই পদক্ষেপটি দ্রুত পচনশীল ফলমূল যেমন চেরি, কম ক্ষতির সঙ্গে ও সময়মতো বাজারে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। জম্মু রেলওয়ে বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বাগানবাড়ি পণ্য সরবরাহে গতি আনতে এবং ফল উৎপাদনকারীদের লাভবান করতে এই সেবা চালু করা হচ্ছে। উত্তর রেলের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার উচিত সিংঘল জানান, ’এই উদ্যোগ শুধু রেলওয়ের জন্য নয়, ফল উৎপাদকদের জন্যও লাভজনক হবে। চেরির মতো নরম ও পচনশীল ফল ট্রেনের মাধ্যমে নিরাপদে ও দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে।’ এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে জম্মু-কাশ্মীরের বাগান বিভাগ এবং ফল উৎপাদক সংঘের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই প্রকল্প সফল হলে ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন কৃষিপণ্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ট্রেনে রপ্তানির পরিকল্পনা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

এই শিক্ষাবর্ষে ভারতে ক্যাম্পাস স্থাপন করবে ১৫টি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন দিল্লি, ২৬ মে: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ঘোষণা করেছেন যে চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রায় ১৫টি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে তাদের ক্যাম্পাস স্থাপন করতে চলেছে। তিনি জানান, এই উদ্যোগের জন্য সরকার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অনুমতি প্রদান করেছে।

নতুন দিল্লিতে ব্রিটেনের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ’লেটার অফ ইনটেন্ট’ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, ’এই অংশীদারিত্ব একটি প্রতীকী বার্তা, যা বৈশ্বিক উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে ভারতের আবির্ভাবকে নিশ্চিত করে।’

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় আগামী বছর থেকে ভারতে তার পাঠক্রম পরিচালনা শুরু করবে। তিনি আরও বলেন, অস্ট্রেলিয়ার দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই গুজরাটে তাদের একাডেমিক সেশন শুরু করেছে।

এই পদক্ষেপ ভারতের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রকে আন্তর্জাতিকীকরণের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সরকারও মনে করছে, এই উদ্যোগ শিক্ষার মান উন্নত করার পাশাপাশি গবেষণা ও উদ্ভাবনের নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের শুভেচ্ছা বার্তা: কানাডার নতুন বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দকে সফল মেয়াদের জন্য অভিনন্দন

নয়াদিল্লি/অটোয়া, ২৬ মে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর টেলিফোনে কানাডার নবনিযুক্ত বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সফল মেয়াদের জন্য শুভেচ্ছা জানান। আলোচনার সময় দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে মতবিনিময় হয়। একটি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে ডঃ জয়শঙ্কর লেখেন, “কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনিতা আনন্দের সঙ্গে কথোপকথন গঠনমূলক ছিল। তাঁদের সফল মেয়াদের জন্য শুভেচ্ছা রইল।” অন্যদিকে, অনিতা আনন্দ একটি সামাজিক মাধ্যম পোস্টে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারকরণ এবং পারস্পরিক অগ্রাধিকারের বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে।” কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি চলতি মাসের শুরুতে মন্ত্রিসভায় রদবদল ঘোষণা করেন। এর পরই অনিতা আনন্দকে দেশের নতুন বিদেশমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই রদবদল লিবারেল পার্টির সাম্প্রতিক পার্লামেন্টারি নির্বাচনে জয়ের দুই সপ্তাহের মধ্যেই করা হয়। ভারত ও কানাডার মধ্যে চলমান কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই সদ্য যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উভয় পক্ষ থেকেই পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর আগ্রহ প্রতিফলিত হয়েছে।

গুজরাটের দাহোদে প্রায় ২৪,০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের শুভারম্ভ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

ভদোদরা/দাহোদ, ২৬ মে — প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ গুজরাটে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এর আগে তিনি ভদোদরায় একটি বর্ণাঢ্য রোড শো-তে অংশ নেন, যেখানে রাস্তার দুই ধারে বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁকে একনজর দেখার জন্য উপস্থিত ছিলেন। মানুষজন ফুল ছড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। পরে দাহোদের একটি বিশাল প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রী মোদি একটি আধুনিক রেলওয়ে লোকোমোটিভ নির্মাণ কারখানার উদ্বোধন করেন। এই কারখানায় ৯,০০০ হর্সপাওয়ার বিশিষ্ট ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মিত হবে, যা দেশীয় ব্যবহারের পাশাপাশি রপ্তানির জন্যও প্রস্তুত করা হবে। শ্রী মোদি এই কারখানায় নির্মিত প্রথম ইলেকট্রিক লোকোমোটিভে সবুজ পতাকা দেখিয়ে যাত্রার সূচনা করেন। এই আধুনিক লোকোমোটিভগুলি ভারতের রেলপথে পণ্য পরিবহণ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক হবে। এগুলিতে পুনর্জন্মশীল ব্রেকিং প্রযুক্তি (ন্ত্রত্ত্বদ্রত্রন্থঃঞ্চত্র ত্নস্খদ্ধদ্র ত্ব্সান্স্থত্রদ্ব) ব্যবহার করা হয়েছে এবং এগুলি শক্তি সাশ্রয়ীভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা পরিবেশগত স্থায়িত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এই প্রকল্পসহ মোট প্রায় ২৪,০০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজের শুভারম্ভের মাধ্যমে গুজরাটের শিল্প, পরিবহণ ও পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো বলে মনে করা হচ্ছে।

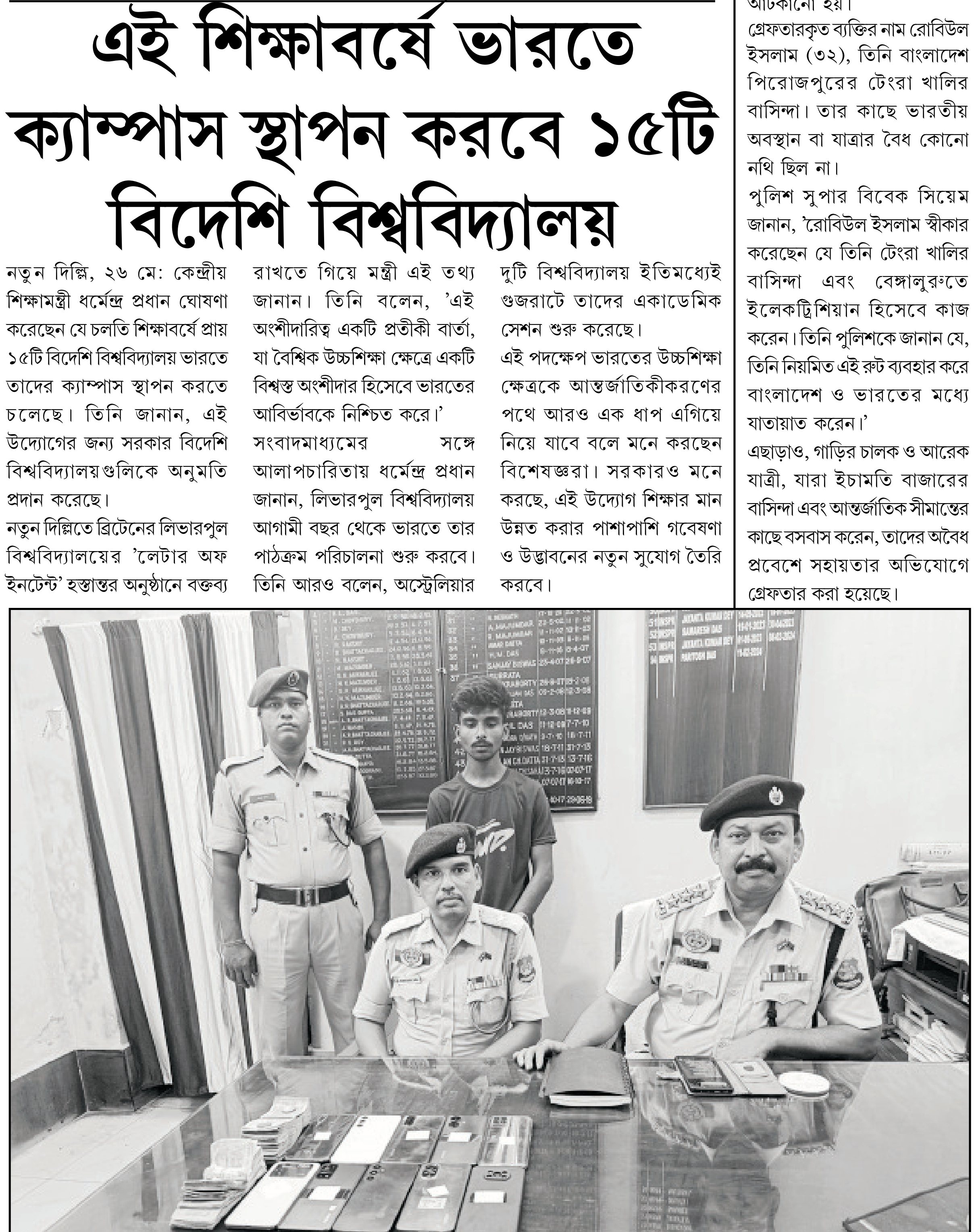

সোমবার পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ এক অভিযান চালিয়ে এক ছিনতাইবাজ ও সাংগ্রামী আটক করে।

ভারতে আবার কোভিডের হালকা উত্থান, দিল্লি, মুম্বই, কেরালা-সহ একাধিক রাজ্যে সতর্কতা জারি

দিল্লি, ২৪ মে : দীর্ঘ কয়েক মাস শান্ত থাকার পর ফের একবার কোভিড-১৯ সংক্রমণ চোখ রাঙাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন শহরে। দিল্লি, মুম্বই, কেরালা, তামিলনাড়ু এবং কর্নাটকে নতুন করে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষণগুলি মৃদু, তবুও পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে হাসপাতালগুলোকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। দিল্লিতে তিন বছর পর নতুন করে ২৩টি করোনা সংক্রমণের খোঁজ মিলেছে। এই খবরে দিল্লি সরকারের তরফে সমস্ত হাসপাতালকে বেড, অক্সিজেন সিলিন্ডার, করোনা টেস্ট কিট এবং ভ্যাকসিন মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী পঙ্কজ সিং জানিয়েছেন, নতুন ভ্যারিয়েন্টটি সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো এবং আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। দিল্লির সঙ্গে সঙ্গে এনসিআর-এর নয়ডা ও গাজিয়াবাদেও করোনা আক্রান্তের হদিস মিলেছে।

কেরালায় মে মাসে ২৭৩টি করোনা সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে, যা এই মুহূর্তে দেশের মধ্যে সর্বাধিক। এই পরিস্থিতিতে কেরালার সমস্ত জেলায় নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং হাসপাতালে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হালকা কাশি বা সর্দি-কাশির উপসর্গ থাকলেই মুখ ঢাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ে মে মাসে ৯৫টি করোনা সংক্রমণ রেকর্ড হয়েছে, যার মধ্যে মাত্র ১৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। থানে জেলায় গত তিন দিনে ১০টি নতুন সংক্রমণের খোঁজ মিলেছে। যদিও প্রশাসন জানিয়েছে, সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ওষুধের মজুত রয়েছে।

কর্ণাটকে এখনও পর্যন্ত ৩৫টি সংক্রমণ ধরা পড়েছে, যার মধ্যে হোসকোটের একটি ৯ মাসের শিশুও রয়েছে। সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস -এর উপসর্গ থাকলে পরীক্ষার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে এখনো সংক্রমণ বেড়ে না উঠলেও, সেখানকার সরকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন, পিপিই কিট এবং তিন স্তরের মাস্ক মজুত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন করোনা-আক্রান্ত দেশ থেকে যাত্রা করে ফেরা ব্যক্তিদের জন্য করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংক্রমণের পেছনে থাকতে পারে ওমিক্রনের সাব-ভ্যারিয়েন্ট জ্বঞ্চ.১, যা বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় সক্রিয়। তবে ডাব্লিউএইচও একে এখনো "ভ্যারিয়েন্ট অফ কনসার্ন" হিসেবে ঘোষণা করেনি। সংক্রমণের লক্ষণগুলি হালকা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চার দিনের মধ্যে রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠছেন। সাধারণ উপসর্গগুলির মধ্যে জ্বর, সর্দি, গলা ব্যথা, মাথাব্যথা ও ক্লান্তি দেখা যাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

"পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ একটি মুক্ত ব্যবসা" — বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৬ মে : বিদেশমন্ত্রী ড. সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর কড়া ভাষায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে মদতের অভিযোগ তুলেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পাকিস্তানের শহর ও ছোট ছোট নগর থেকে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন অবাধে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কথায়, "পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ একটি মুক্ত ব্যবসা হয়ে উঠেছে" — যার পেছনে সে দেশের সেনাবাহিনী ও সরকার সক্রিয়ভাবে সমর্থন, অর্থায়ন ও ব্যবহার করছে।

সম্প্রতি পহেলগাঁওয়ে হওয়া জঙ্গি হামলার পরে ভারতের পাল্টা পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, বিদেশমন্ত্রী জানান, ভারত খুবই পরিকল্পিত ও নির্দিষ্টভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। তাঁর দাবি, "ভারত দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা পাকিস্তানের বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম"। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির বিষয়ে তিনি জানান, উভয় দেশের সেনা কমান্ডারদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে গোলাগুলি বন্ধ রাখার বিষয়ে সম্মতি হয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি জানান, ভারত পাকিস্তানের মুখ্য বিমানঘাঁটি এবং বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর কার্যকর হামলা চালিয়ে সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করেছে।

এই মন্তব্যগুলির মাধ্যমে বিদেশমন্ত্রী ভারতের জঙ্গি দমনে কঠোর অবস্থান এবং পাকিস্তানের ভূমিকার প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের নজর আকর্ষণের বার্তা দিয়েছেন।

শীর্ষ আদালতে তিন বিচারপতির নিয়োগে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশ

নয়াদিল্লি, ২৬ মে : দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নতুন বিচারপতি নিয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম সোমবার কেন্দ্রের কাছে তিন বিচারপতির নাম সুপারিশ করেছে। কলেজিয়ামের নেতৃত্বে রয়েছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই।

কলেজিয়ামের সুপারিশপ্রাপ্ত বিচারপতিরা হলেন, বর্তমানে কর্ণাটক হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন.ভি. অঞ্জারিয়া, গৌহাটি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোই এবং বম্বে হাই কোর্টের বিচারপতি অতুল এস. চন্দুরকর। এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা ৩১ জন, যেখানে সর্বোচ্চ অনুমোদিত সংখ্যা ৩৪। বিচারপতি বেলা এম. ত্রিবেদী আগামী ৯ জুন অবসর নেবেন। ফলে আরও একটি পদ শূন্য হবে।

বিচারপতি অঞ্জারিয়া ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে গুজরাট হাই কোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্থায়ী বিচারপতি হন এবং ২০২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটক হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন।

বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোই ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে রাজস্থান হাই কোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে স্থায়ী বিচারপতি হন। বর্তমানে গৌহাটি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিচারপতি অতুল চন্দুরকর ৭ এপ্রিল, ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ২০১৩ সালের জুন মাসে বম্বে হাই কোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন।

বর্তমান মেমোরান্ডাম অব প্রসিডিউর অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের চারজন প্রবীণ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কলেজিয়াম কেন্দ্রীয় সরকারকে শীর্ষ আদালতের শূন্যপদ পূরণের জন্য সুপারিশ পাঠায়। এরপর আইন ও বিচার মন্ত্রক সেই প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করে। সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর আইন ও বিচার মন্ত্রক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে। এই সুপারিশ গৃহীত হলে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের সংখ্যা ৩৪-এ পৌঁছাতে এক ধাপ এগোবে। যা বর্তমানে তিনজন কমে ৩১ রয়েছে।

এনডিএ মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উচ্চপর্যায়ের বৈঠক রবিবার, অপারেশন সিন্দুর ও জাতীয় নিরাপত্তা হবে মূল আলোচ্য বিষয়

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন। এই বৈঠক 'অপারেশন সিন্দুর'—এর পর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং মূলত জাতীয় নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবিরোধী কৌশলগুলিকে কেন্দ্র করেই আলোচনা হবে। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত নয়াদিল্লির হোটেল অশোকে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

সূত্র অনুযায়ী, বৈঠকে এনডিএ শীর্ষ নেতৃত্বকে অপারেশন সিন্দুরের উদ্দেশ্য ও সাফল্যের বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে। অপারেশনের মাধ্যমে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত জঙ্গি শিবিরগুলিতে আঘাত হানা হয়েছে। এ সম্মেলন ভারত সরকারের সন্ত্রাসবিরোধী মনোভাবকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরার একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এনডিএ মুখ্যমন্ত্রীদের সামনে সীমান্তে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা পরিকল্পনা, আক্রমণের পর পরিকাঠামোগত পরিবর্তন এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার দিকগুলি তুলে ধরা হবে। অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে দেশের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান আরও স্পষ্ট হয়েছে এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে নিরাপত্তা বিষয়ক সমন্বয় আরও মজবুত করার লক্ষ্য রয়েছে।

এক শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা বলেন, "এই সম্মেলনের মাধ্যমে এনডিএ রাজ্যগুলিকে অপারেশন সিন্দুরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে সচেতন করা হবে। এটি জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গঠনের প্রচেষ্টাও।"

জাপানে ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা, যিনি জানিয়েছেন, ভারতকে সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টায় জাপানি সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে দৃঢ় সমর্থন মিলেছে। তারা এমন কিছু ছবি দেখিয়েছেন যেখানে পাকিস্তানি সামরিক আধিকারিকদের জঙ্গিদের শেষকৃত্যে অংশ নিতে দেখা গেছে, যা ইসলামাবাদের প্রত্যক্ষ জঙ্গি মদতকে বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট করে দেয়। এই আসন্ন বৈঠক শুধুমাত্র একটি কৌশলগত সমন্বয় সভা নয়, বরং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ভারতের দৃঢ় সংকেতযে দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একজোট এবং নির্ভীক।

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ আধিকারিকের আশ্বাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে দুর্গাপুর

● প্রথম পাতার পর

এবং বিকাল চারটার মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলে জনগনকে আশ্বস্ত করে। এতে রাস্তা অবরোধমুক্ত করে দেন স্থানীয়রা।

ইতিহাসের সাক্ষী হবে এনডিএ: প্রথমবার পাসিং আউট প্যারেডে স্নাতক হচ্ছেন ১৭ জন নারী ক্যাডেট

পুনে, ২৬ মে: আগামী ৩০ মে, দেশের প্রতিরক্ষা ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় রচিত হতে চলেছে। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি-র ১৪৮তম পাসিং আউট প্যারেডে প্রথমবারের মতো ১৭ জন নারী ক্যাডেট স্নাতক হবেন পুরুষ ক্যাডেটদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। পুরুষ ক্যাডেটদের সংখ্যা এবার ৩০০-র বেশি।

২০২১ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় অনুযায়ী এনডিএ-তে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয় এবং ২০২২ সালে প্রথমবার নারী ক্যাডেটদের ভর্তি করা হয়।

এই প্রথম ব্যাচের একজন হলেন হরিয়ানার হরসিমরন কৌর, যিনি ডিভিশন ক্যাডেট ক্যাপ্টেন হিসাবে দায়িত্ব পালন করে শিগগিরই ইন্ডিয়ান নেভাল অ্যাকাডেমিতে যোগ দেবেন।

"আমার পরিবারে প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইতিহাস রয়েছে। আমার বাবা ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাবিলদার ছিলেন, দাদাও সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তাই ছোট থেকেই সেনাবাহিনীর প্রতি টান ছিল," বলেন হরসিমরন।

তিনি জানান, এনডিএ-তে প্রথম দিন তাঁর মনে হয়েছিল, "সুদান ব্লক ও অন্যান্য ভবন দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। পুরোনো ক্যাডেটদের মার্চ পাস্টও আমার মনে গেঁথে গেছে।"

কৌর জানান, এনডিএ-র প্রশিক্ষণ ছিল কঠিন ও শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জিং। "রিগোরাস ফিজিক্যাল ট্রেনিং, ড্রিল, এবং অ্যাকাডেমিক চাপসবকিছুই আমাদের মধ্যে অফিসার-সুলভ গুণাবলী তৈরি করে। সময় ব্যবস্থাপনা ছিল সবচেয়ে বড় শিক্ষা," বলেন তিনি।

তিনি আরও জানান, এই প্রশিক্ষণ তাঁকে দায়িত্ববোধ, দলগত কাজ এবং নেতৃত্বের গুণ শিখিয়েছে।

পুরুষ ক্যাডেটদের সঙ্গে সমানতালে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন নারী ক্যাডেটরা আরও এক নারী ক্যাডেট শৃতি দক্ষিণ, যিনি ডিভিশন ক্যাডেট ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, এবার দেহরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে যোগ দেবেন। তাঁর আগ্রহ আর্তিলারি বিভাগে।

"আমার পরিবারে এনডিএ-র ইতিহাস রয়েছে। বাবা ছিলেন এনডিএ অফিসার এবং বোনও ভারতীয় বায়ুসেনায় কর্মরত। তাই এটি আমার রক্তে মিশে আছে," বলেন শৃতি।

তিনি জানান, ২০২১ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায়ই তাঁদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। "প্রথম দিন থেকে আমাদের জন্য আলাদা

ভেনেজুয়েলায় প্রধান বিরোধী নেতা হুয়ান পাবলো গুয়ানিপা গ্রেফতার

কারাকাস, ২৪ মে: ভেনেজুয়েলায় প্রধান বিরোধী নেতা হুয়ান পাবলো গুয়ানিপাকে গতকাল গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আসন্ন সংসদীয় ও আঞ্চলিক নির্বাচনে ব্যাঘাত ঘটানোর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে। বিরোধীদল ইতিমধ্যেই এই নির্বাচনের বয়কট ঘোষণা করেছে।

ভেনেজুয়েলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়োসদাদো কাবেলো জানিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আরও ৭০ জনকে আটক করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, সার্বিয়া এবং কিছু পাকিস্তানি নাগরিক রয়েছেন।

মন্ত্রী কাবেলো বলেন, "এই গ্রেফতারি দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বিদেশি ভাড়াটে সেনাদের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে।" এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র মার্কো রুবিও এক বিবৃতিতে হুয়ান পাবলোসহ ৭০ জনের গ্রেফতার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "এটি ভেনেজুয়েলায় গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর সরাসরি আঘাত।"

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আবারো ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল

কেমব্রিজ, ২৪ মে : হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বারের মতো মামলা দায়ের করেছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছিল যে, তারা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে বাধা দেবে।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এলান গারবার বলেন, "এই অবৈধ ও অনুচিত পদক্ষেপের আমরা তীব্র নিন্দা জানাই, কারণ এটি হার্ভার্ডে অধ্যয়নরত হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও গবেষকদের ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ফেলছে।"

তিনি আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করেছে এবং একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদেশ পাওয়ার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে। গারবার বলেন, "হার্ভার্ড সব শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সুরক্ষা এবং সহায়তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।"

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশাবাদী যে আদালত এই অন্যায্য সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা নিরাপদভাবে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে।

কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করেছে মানসম্মত ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে: অনুপ্রিয়া প্যাটেল

নয়াদিল্লি, ২৪ মে: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল জানিয়েছেন যে, কেন্দ্র সরকার মানসম্মত ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত "রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টরস সামিট"-এ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তিনি আরও জানান, সরকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মানুষদের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্যখাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে অনুপ্রিয়া প্যাটেল বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে একটি সুস্থ সমাজ গঠনে স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ অপরিহার্য। সরকারের লক্ষ্য হল প্রত্যেক নাগরিকের কাছে মানসম্মত ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া।"

উল্লেখযোগ্যভাবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে সরকার।

কুখ্যাত মানব পাচারকারী গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

সোমবার বেলা আড়াইটায় পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে মানব পাচারকারী হিসেবে অভিযুক্ত নাসিরকে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ্য করে। জানা যায় পুলিশের হাতে আটক বাংলাদেশী নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ আদম ব্যাপারী নাসির উদ্দিন কে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১(২)/১৪৩(৩) পাসপোর্ট এক্টে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিউনিস্টরা

● প্রথম পাতার পর

মাওবাদীদের রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, আমরা সরকারকে অবিলম্বে তাদের আলোচনার অনুরোধ গ্রহণ করার এবং সমস্ত আধাসামরিক অভিযান বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

ছত্তিসগড়ে মাওবাদী শীর্ষ নেতা কেশবরাও ওরফে বাসবরাজ সহ অন্য মাওবাদীদের নিহতের ঘটনায় সিপিআইএমের পলিটব্যুরোর বিবৃতি ইস্যুতে তীব্র নিন্দা জানিয়ে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন রাজীব ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন, মানিক বাবুরা দেশের খবর রাখেন না। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ১১৫০০ জন এই মাওবাদীদের দ্বারা নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে, বিএসএফ, সিআরপিএফ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাধারণ জনগণও রয়েছেন। গত একমাস আগেও গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ নকশাল প্রভাবিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছেন। তিনি আহবান করেছিলেন তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে। সরকার তাদের সাহায্য করবেন। কিন্তু তারা কথা শুনে নি। তারা একের পর এক নাশকতার ছক কষে নিরীহ প্রাণ শেষ করতে চেয়েছে। তাদের পক্ষপাতিত্ব করায় কমিউনিস্টদের তীব্র নিন্দা করেছেন এদিন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

দীর্ঘ ৩২ বছর

● প্রথম পাতার পর

কৈলাসহরের বিমানবন্দর পুনরায় চালুর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারই বিজেপির নেতৃত্বাধীন হওয়ায় নাগরিকদের মধ্যে আশাবাদ তৈরি হয়েছে যে, এবার হয়তো দাবি বাস্তবায়িত হবে।কৈলাসহর বিমানবন্দর চালু হলে তা কেবল ঊনকোটি জেলা নয়, পার্শবর্তী আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলার বাসিন্দারাও উপকৃত হবেন। এতে ঊনকোটি জেলা ও সংলগ্ন অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে স্থানীয় অর্থনীতি ও পর্যটন শিল্পের ওপর।বহু প্রতীক্ষিত এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা হবে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। স্থানীয় বাসিন্দারা এখন সরকারের কার্যকর উদ্যোগ ও দ্রুত বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছেন।

জনজাতিদের নিয়ে যথেষ্ট খেলা

● প্রথম পাতার পর

দিনে জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছে কংগ্রেস। বর্তমানে আদিবাসীদের দাবি দাওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা করে কংগ্রেস। কংগ্রেস ছাড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের কখনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, কংগ্রেস ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দল জনজাতিদের নিয়ে খেলা করেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, আইএনপিটি দল থেকে ৯ জন এবং টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রের তিপরা মথা দল থেকে ২ জনের মোট ১১ পরিবারের ৪২ জন ভোটার আজ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। তাঁদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস দলের সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

দেশে চোখ রাঙাচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

"আমাদের সমস্ত হাসপাতাল সব রকম পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে। কোনও আতঙ্কের প্রয়োজন নেই।" তিনি জানান, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই একটি অ্যাডভাইসরি জারি করা হয়েছে।

বিহারে চলতি ঢেউয়ের প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে পটনার এক ৩১ বছরের যুবকের শরীরে। রোগীর বিদেশ বা রাজ্যের বাইরে যাওয়ার ইতিহাস নেই। "সংক্রমণ হালকা এবং সমস্ত নিয়ম মেনে চিকিৎসা চলছে, " জানিয়েছেন পটনার সিভিল সার্জন ডা. অভিনাশ কুমার সিংহ। তবে, স্বাস্থ্য মন্ত্রক এখনও কোভিড আক্রান্তের তালিকায় আনুষ্ঠানিকভাবে ওই রোগীর নাম নথিভুক্ত করেনি।

ভারতে জেএন.১ এখনও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ভ্যারিয়েন্ট (৫৩ু), এরপর রয়েছে বিএ.২ (২৬ু)। আইএনএসএসিওজি-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এনবি.১.৮.১ এবং এলএফ.৭ ভ্যারিয়েন্টগুলিকে নিয়মিত নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে।

গত সপ্তাহে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুতি বাড়াতে বলা হয়েছে। ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন কনসেন্টেটর সহ সমস্ত যন্ত্রপাতি সচল রাখা, আইএলআই/এসএআরআই আক্রান্ত রিপোর্ট করা ও পজিটিভ স্যাম্পলগুলিকে লোক নায়ক হাসপাতালে জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চলমান পরিস্থিতিতে জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ও প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

পাকিস্তানকে

● প্রথম পাতার পর

উৎপাদক অঞ্চল হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে। বন্দর উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ভারতের ১৫ কোটিরও বেশি টন পণ্য এবার প্রথমবারের মতো বড় বড় বন্দরগুলির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়েছে। এর এক-তৃতীয়াংশ কচ্ছের বন্দরগুলি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।" কাণ্ডলা ও মুন্দ্রা বন্দরের সম্প্রসারণ এবং সংযোগ উন্নয়নের বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনার কথাও তিনি তুলে ধরেন। পর্যটনের প্রসারে রণ উতব, স্মৃতি ভান মেমোরিয়াল এবং ধোরডো গ্রামের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি কচ্ছকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে বলে তিনি জানান। মাণ্ডবীর সৈকতে বিচ উৎসব আয়োজনের প্রস্তাবও দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আজ ২৬ মেএই দিনেই আমি প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছিলাম। সেই সময় ভারত ছিল ১১ নম্বর অর্থনীতি, আর আজ আমরা চতুর্থ স্থানে পৌঁছেছি।" সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ভারতের অবস্থান একদম স্পষ্টজিরো টলারেন্স টু টেরোরিজম।" তিনি অপারেশন সিন্দুর-এর উল্লেখ করে জানান, "এটি শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া নয়, এটি মানবতার সুরক্ষার জন্য ভারতের প্রতিশ্রুতি।" পাকিস্তানের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আপনারা ভাবুন, আপনার সরকার ও সেনা কীভাবে আপনাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। সন্ত্রাস দিয়ে দেশ চলে না, শান্তি, পর্যটন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ চলে।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের লড়াই কোনো দেশের জনগণের বিরুদ্ধে নয়, বরং যারা সন্ত্রাস পোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে।" শেষে তিনি কচ্ছের কৃষকদের পরিশ্রমের কথা তুলে ধরে বলেন, "আজ কচ্ছের আম, খেজুর, ড্রাগন ফ্রুট ও জিরা বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এক সময় মানুষ কাজের খোঁজে বাইরে যেত, আজ কচ্ছেই ছেলেমেয়েরা কাজ পাচ্ছে।" তিনি কচ্ছের হস্তশিল্প, টেক্সটাইল, চর্মশিল্প এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসারকে কৃতিত্ব দেন। তিনি আশার বাণী শুনিয়ে বলেন, "কচ্ছের আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রম ভারতের উন্নয়নের রোল মডেল। আমাদের পথ স্থিরউন্নয়ন, শান্তি এবং সমৃদ্ধির।" আগামী আশাড়ি বিজ উৎসবের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্রভাই প্যাটেল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে প্রগতির মুখোমুখি হেনরি ডিরোজিও

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুরন্ত জয়। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো গেলোবারের চ্যাম্পিয়ন প্রগতি বিদ্যাভবন। সেমিফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে প্রগতি বিদ্যাভবন খেলবে হেনরি ডিরোজিও একাডেমির বিরুদ্ধে। ২৯ মে তালতলা স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। সোমবার গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে প্রগতি বিদ্যাভবন ৭৯ রানে পরাজিত করে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির কে। বিক্রম দেবনাথ অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। এদিন নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রগতি বিদ্যাভবনের ওপেনার বিক্রম দেবনাথ শুরু থেকেই দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেয়। বিক্রমকে যোগ্য সঙ্গ দেয় ওপেনার অঙ্কিত দাস এবং তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা সুরজ সোম। এই ত্রয়ীর দাপটের পাশাপাশি অমন মিঁয়া ঝড়ো গতিতে ব্যাট করে প্রগতি বিদ্যাভবনকে নির্ধারিত করে আট উইকেট হারিয়ে ২৩০ রান করতে সাহায্য করে। দলের পক্ষে বিক্রম ২৪ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩, অমন ৩৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬, সুরজ ২৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ এবং অঙ্কিত ১৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের পক্ষে রিয়াজ ২৪ রানে তিনটি এবং তুহিন দেবনাথ ৩১ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে প্রগতির গড়া বিশাল রানের নিচে চাপা পড়ে যায় প্রাণবানন্দ বিদ্যামন্দির। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৫১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অয়ন সরকার ৩০ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, সাগর দত্ত ১৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, প্রীতম রায় একুশ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং আয়ুষ মানিক দেবনাথ ১৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। প্রগতির পক্ষে বিক্রম দেবনাথ ১৭ রানে, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ২২ রানে এবং অঙ্কিত দাস ৩১ রানের দুটি উইকেট দখল করে।

রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থা আয়োজিত এসটিও কোর্স কাম ক্লিনিক আজ সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ এবং তাদের প্রশিক্ষণ, এবং সবশেষে খেলোয়াড়দের অফিসিয়েট করার পুরো দায়িত্বটাই প্রতিটি ইভেন্টের নিজ নিজ সংস্থাকে গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে। তারই একপ্রকার আজ সূচনা হলো ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনিক্যাল অফিসার তথা এসটিও কোর্স কাম ক্লিনিক শুরুর মধ্য দিয়ে। দু দিন ব্যাপী আয়োজিত এই এসটিও কোর্স কাম ক্লিনিক ভগৎ সিং যুব আবাসে আজ, সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। আগামীকাল এতে অংশগ্রহণকারী ৮৫ জনের পরীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার সমাপনী ঘটবে। তবে তার প্রভাব থাকবে আগামী জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্যে নিজেদের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। বেলা ১১ টায় আয়োজিত এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেবে রাজ্যের যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুর অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই স্বাগত ভাষণ রাখেন উপর অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক অপু রায়। সংস্থার সহ-সভাপতি বিপ্লব দত্ত ধন্যবাদ সূচক ভাষণের পর কর্মশালার শুরুতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ডঃ কৃষ্ণেন্দু ধর, বিশ্বজিৎ ভাদুড়ি ও সুজয় ঘোষ রায় প্রমুখ অংশ গ্রহণকারী অফিসিয়াল দের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন।

স্কুল ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে সেন্ট পলস, বড়দোয়ালি মুখোমুখি ২৯শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো এস টি পালস স্কুল। সেমিফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে এস টি পালস স্কুল খেলবে বরদোয়াসী স্কুলের বিরুদ্ধে। ২৯ মে হবে ম্যাচটি। তালতলা স্কুল মাঠে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে। সোমবার ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপের শেষ ম্যাচে এস টি পালস স্কুল ৬ উইকেটে পরাজিত করে উমাকান্ত একাডেমী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে উমাকান্ত একাডেমী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান করে।

দলের পক্ষে উদিত্ত দেব ২৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২, রাজদীপ সিনহা ৩৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, রাজদীপ পাল ২৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং সৌম্যজিৎ সরকার ১৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। এস টি পালস স্কুলের পক্ষে বিপ্রদীপ রুদ্র পাল ৩৯ রানের তিনটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ৩২ বল বাকি থাকতেই চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় এস টি পলস স্কুল। দলের পক্ষে তীর্থ ৩৩ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে সোমরাজ দে ১২ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং তরজা চক্রবর্তী ২৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৪ রান। উমাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পক্ষে শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী ১৮ রানে এবং উদিত্ত দেব ২১ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে।

স্কুল ক্রিকেটের কো:ফাইনলে শ্রীকৃষ্ণ মিশন সামনে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালে 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন খেলবে 'জি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বিরুদ্ধে। ২৯ মে হবে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে। গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল কার্যত বিধ্বস্ত করে শিশু বিহার স্কুলকে। তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মূলত মাহিন চৌধুরীর অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে কাছে হার মানে শিশু বিহার স্কুল। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে শিশু বিহার স্কুল। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বোলারদের সারাশি আক্রমণের মুখে তেমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি শিশু বিহার স্কুলের ব্যাটসম্যানরা। ব্যতিক্রম রাজুয়ান হক। শিশু বিহার স্কুলের ওই ওপেনারটি ৪৩ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে বেদাব্রত বণিক ১৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং ময়ূখ চৌধুরী ২১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের পক্ষে মাহিন চৌধুরী ১০ রানে তিনটি এবং শঙ্খনীল সেনগুপ্ত ১৯ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই মারমুখি মেজাজে ছিল মহীন চৌধুরী। দুরন্ত সঙ্গ দেয় দলের আরেক ওপেনার আরিশ মজুমদার। এই জুটি ৫৩ বল খেলে একানব্বই রান যোগ করে দলের জয়কে নিশ্চিত করে দেয়। আরিশ ২৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করে। শেষ পর্যন্ত ৯.১ ওভার ব্যাট করে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল। দলের পক্ষে মাহিন চৌধুরী ২৬ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫ রানে অপরাজিত থেকে যায়। ব্যাটে বলে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছে মাহিন চৌধুরী।

রাজ্য স্তরীয় রেটিং দাবায় শীর্ষে অগ্রজিৎ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রাইজমানি রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার শীর্ষে শান্তিরবাজারের অগ্রজিৎ পাল। পাঁচ রাউন্ড শেষে পুরো ৫ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে শীর্ষে অগ্রজিৎ। সোমবার বিকেলে পঞ্চম রাউন্ডে অমন চাকমাকে পরাজিত করে শীর্ষস্থান দখল করে নেন মিঠুন এবং সুলেখা পালের একমাত্র ছেলে অগ্রজিৎ। দ্বিতীয় বোর্ডে শেখোয়াত হোসেন পরাজিত করে প্রসেনজিৎ নমঃশূদ্রকে। আসরে সারে চার পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন শেখোয়াত হোসেন, সোমরাজ সাহা এবং শৌভিক রায় চৌধুরী।

মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাসকে পরাজিত করে পঞ্চম রাউন্ডে চমক দেয় সোমরাজ সাহা।

চার পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন অমন চাকমা, প্রসেনজিৎ নমঃশূদ্র, উমাশঙ্কর দত্ত, রাজবীর আহমেদ, কিংশুক দেবনাথ, অনুরাগ ভট্টাচার্য্য, আয়ুষ সাহা, দেবজ্যোতি সরকার, কিংকর রায় এবং আদ্রুষ কর্মকার। এন এস আর সি সি-র যোগা হল ঘরে অনুষ্ঠিত ৫১ তম রাজ্য সিনিয়র ফিডে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা হবে মঙ্গলবার সকালে এবং সপ্তম রাউন্ডের খেলা হবে ওই দিন বিকেলে। আসর পরিচালনা করছেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য্য।

পতৌদি ট্রফির বদলে তেন্ডুলকর-অ্যান্ডারসন ট্রফি? বদলে যেতে পারে ইংল্যান্ড-ভারত টেস্ট সিরিজের নাম

ইংল্যান্ডের মাটিতে আয়োজিত ইংল্যান্ড-ভারত টেস্ট সিরিজের বিজয়ী দল পতৌদি ট্রফি পায়। এ বার থেকে দেওয়া হতে পারে তেন্ডুলকর-অ্যান্ডারসন ট্রফি। ভারতীয় দলের আসন্ন ইংল্যান্ড সফরের জয়ী দলকে সম্ভবত নতুন ট্রফি দেওয়া হবে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডই (ইসিবি) প্রথম ট্রফি পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই)। আপত্তি জানাননি বিসিসিআই কর্তারা।ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি খান পতৌদি এবং তাঁর বাবা ইফতিকার আলি খান পতৌদির সম্মানে ২০০৭ সালে পতৌদি ট্রফি দেওয়া শুরু হয়। কিছু দিন আগে ইসিবি পতৌদি পরিবারকে চিঠি দিয়ে জানায়, তারা আর পতৌদি ট্রফিটি ব্যবহার করতে চায় না। পরিবর্তে নতুন ট্রফি নিয়ে আসতে চায়। বিসিসিআইকেও বিষয়টি জানানো হয়। নতুন ট্রফি দু'দেশের দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর এবং জেমস অ্যান্ডারসনের নামে করার প্রস্তাব দেয় ইসিবি। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনি বিসিসিআই। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলেছেন, "দু'দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের নামে নতুন ট্রফির নামকরণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মনে হয় না বিসিসিআই আপত্তি করবে। তা ছাড়া ইংল্যান্ডের মাটিতে আয়োজিত টেস্ট সিরিজের জয়ী দলকে কী ট্রফি দেওয়া হবে, সেটা ইসিবির এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে।" সচিন ২০০টি টেস্ট খেলেছেন। বিশ্বের আর কোনও ক্রিকেটার এতগুলি টেস্ট খেলেননি। টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ১৫৯২১ রান করার কৃতিত্বও তাঁর। সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন অ্যান্ডারসন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন জোরে বোলার ১৮৮টি টেস্ট খেলে নিয়েছেন ৭০৪টি উইকেট। তিনি বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেট সংগ্রাহক (মুথাইয়া মুরলিথরন এবং শেন ওয়ার্নের পর)। জোরে বোলারদের মধ্যে শীর্ষে। লাল বলের ক্রিকেটে সচিন এবং অ্যান্ডারসনের দ্বৈরথ একটা সময় ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে ছিল অন্যতম সেরা আকর্ষণ। টেস্টে অ্যান্ডারসনের বলে ন'বার আউট হয়েছেন সচিন। যদিও অ্যান্ডারসন বেশ কয়েক বার বলেছেন, সচিনই তাঁর দেখা সেরা ব্যাটার। সচিন ২০১৪ সালে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। অ্যান্ডারসনকেও নাইটহুড দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। দু'দেশের এমন দুই প্রাক্তন ক্রিকেটারের নামে ট্রফি করতে চায় ইসিবি।২০০৭ সাল থেকে পাঁচ বার পতৌদি ট্রফিতে মুখোমুখি হয়েছে ইংল্যান্ড-ভারত। প্রথম বার সিরিজ জিতেছিল ভারত। তার পর টানা তিন বার ২০১১, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে সিরিজ জেতে ইংল্যান্ড। ২০২১ সালের সিরিজ ড্র হওয়ায় শেষ বিজয়ী হিসাবে ইংল্যান্ডের দখলেই রয়েছে পতৌদি ট্রফি। তাই বাতিল করা হলে ট্রফিটি ইংল্যান্ডের কাছেই স্থায়ী ভাবে থেকে যাবে। তবে কোন সিরিজ থেকে তেন্ডুলকর-অ্যান্ডারসন ট্রফি দেওয়া শুরু হবে তা এখনও নির্দিষ্ট করে জানায়নি ইসিবি। মনে করা হচ্ছে, পাঁচ টেস্টের আসন্ন সিরিজ থেকেই নতুন ট্রফি দেওয়া হবে। ভারতের মাটিতে দু'দেশ টেস্ট সিরিজে মুখোমুখি হলে বিজয়ী দলকে দেওয়া হয় অ্যান্থনি ডি মেলো ট্রফি। ১৯৫১-৫২ মরসুম থেকে এই ট্রফি দেওয়া হচ্ছে। তখন থেকে ভারতের মাটিতে দু'দেশের ১৫টি টেস্ট সিরিজ হয়েছে। ভারত অ্যান্থনি ডি মেলো ট্রফি জিতেছে ন'বার। তিন বার জিতেছে ইংল্যান্ড। সিরিজ ড্র হয়েছে তিন বার।

দৌড় শেষ লখনউয়ের, প্লে-অফের একটি জায়গার জন্য লড়াইয়ে এখন দিল্লি, মুম্বই, কার সামনে কী অঙ্ক?

প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, গুজরাত টাইটান্স এবং পঞ্জাব কিংসের। দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, কলকাতা নাইট রাইডার্স, রাজস্থান রয়্যালস এবং লখনউ সুপার জায়ান্টস। লড়াই এখন দিল্লি ক্যাপিটালস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মধ্যে।বুধবার দিল্লি বনাম মুম্বই ম্যাচ রয়েছে। প্লে-অফে কোন দল যাবে, তা ঠিক হয়ে যাবে ওই ম্যাচেই। প্লে-অফে ওঠার লড়াই এখন এই দুই দলের মধ্যে। এই মুহূর্তে চতুর্থ স্থানে রয়েছে মুম্বই। ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। দিল্লিও ১২ ম্যাচ খেলেছে। তারা পেয়েছে ১৩ পয়েন্ট। বুধবার যে দল জিতবে তারা অনেকটাই এগিয়ে যাবে প্লে-অফে ওঠার দৌড়ে।দিল্লি শেষ দুই ম্যাচ জিতলে সর্বোচ্চ ১৭ পয়েন্টে পৌঁছোতে পারবে। সেখানে মুম্বইয়ের সুযোগ রয়েছে ১৮ পয়েন্টে পৌঁছোনোর। কিন্তু একের অপরের বিরুদ্ধে খেলা থাকায় একটি দল ওই ম্যাচেই সুবিধা পেয়ে যাবে। বুধবার দিল্লি জিতলে তারা পৌঁছে যাবে ১৫ পয়েন্টে। শেষ ম্যাচে দিল্লি পঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে দিলেই প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলবে। কিন্তু মুম্বই যদি বুধবার জিতে যায় তা হলে তারা পৌঁছে যাবে ১৬ পয়েন্টে। তাদেরও শেষ ম্যাচ পঞ্জাবের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ জিতলে তারা পৌঁছে যাবে প্লে-অফে। অর্থাৎ, বুধবারের ম্যাচে যে জিতবে সেই দল এগিয়ে থাকবে প্লে-অফে ওঠার লড়াইয়ে।মুম্বই এই মুহূর্তে দিল্লির থেকে এক পয়েন্টে এগিয়ে থাকায় বুধবার হারলেও তাদের কাছে সুযোগ থাকবে প্লে-অফে ওঠার। কারণ, দিল্লি বুধবার জিতলে ১৫ পয়েন্টে পৌঁছে যাবে।

পিছিয়ে গেল নীরজের প্রতিযোগিতা

নিজের নামাঙ্কিত জ্যাভলিন প্রতিযোগিতা 'এনসি ক্লাসিক' হওয়ার কথা ছিল ২৪ মে। তবে দেশের স্বার্থের কথা ভেবে অনির্দিষ্টকালের জন্য সেই প্রতিযোগিতা স্থগিত করে দিলেন নীরজ চোপড়া। অলিম্পিক্সে প্রাক্তন সোনাজয়ী জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে দেশের পাশে থাকাই তাঁর কর্তব্য। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতি পোস্ট করেছেন নীরজ। জানিয়েছেন, এখনকার পরিস্থিতির কথা ভেবে এনসি ক্লাসিক অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেক ভাবনাচিন্তা, আলোচনা করে এবং সবার কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নীরজ বলেছেন, "এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে, দেশের পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়ানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমাদের সব কৃতজ্ঞতা এবং প্রার্থনা রয়েছে ভারতের সশস্ত্র বাহিনির জন্য। ওরাই এখন দেশের মুখ। সঠিক সময়ে এনসি ক্লাসিকের সূচি প্রকাশ্যে আনা হবে।"

কিছু দিন আগে এই নীরজই সমালোচিত হয়েছিলেন এই প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের সোনাজয়ী আর্শাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে। নাদিমকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিল জনতা। নীরজ এবং তাঁর পরিবারকে কটূক্তি করা হচ্ছিল। এর মাঝেই উত্তর দিয়েছিলেন নীরজ। অবাক হয়েছিলেন তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন ওঠায়।

তখনও নীরজ সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছিলেন, "আরশাদ নাদিমকে এনসি ক্লাসিকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে প্রচুর কথা হচ্ছে। চারিদিকে শুধু ঘৃণা আর কটূক্তি। আমার পরিবারকেও ছাড়া হচ্ছে না। একজন ক্রীড়াবিদ হিসাবে আরশাদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমার লক্ষ্য ছিল এনসি ক্লাসিকের মাধ্যমে বিশ্বের সেরাদের ভারতে আনা। সব ক্রীড়াবিদের কাছে আমন্ত্রণ সোমবার পাঠানো হয়েছিল। পহেলগাঁও কাণ্ডের আগেই আমন্ত্রণ চলে গিয়েছিল। পরের ৪৮ ঘণ্টায় যা ঘটেছে, তার পর আরশাদের এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।"

নীরজ লিখেছিলেন, "আমি খুব কম কথার মানুষ। তার মানে এই নয় যে, কোনও ভুল দেখলে কথা বলব না। আর যখন আমার দেশপ্রেম এবং পরিবারের সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, তখন তো মুখ খুলবই। আমার কাছে দেশ সব সময় আগে। যে সব মানুষ নিজের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের সমবেদনা জানাই। পহেলগাঁওয়ে যা ঘটেছে, তা নিয়ে গোটা দেশের মতো আমিও শোকাহত এবং ক্ষুব্ধ। আমি এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী যে, আমার দেশ ঠিক এর জবাব দেবে এবং দেশের শক্তি প্রদর্শন করবে।"

ভারত-পাক সংঘাতের আবহে বিশ্ব একাদশ বাছলেন পাকিস্তানের বাবর আজম, নেই কোহলি-বুমরাহ

পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) মাঝে বাবর আজমকে বিশ্ব টি-টোয়েন্টি একাদশ বাছতে অনুরোধ করা হয়। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক তাঁর পছন্দের ১১জন খেলোয়াড়ের নাম বলেছেন। কিন্তু তাঁর দলে জায়গা হয়নি বিরাট কোহলি এবং জসপ্রীত বুমরাহের।ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি হলেও উত্তেজনা সম্পূর্ণ কমেনি। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর থেকে দু'দেশের সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছে। এমন আবহে সরব প্রাক্তন ক্রিকেটারেরাও। দু'দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারেরাই নানা মন্তব্য করছেন। এর মধ্যেই এক সাক্ষাৎকারে বাবরকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিশ্ব একাদশ বেছে নিতে বলা হয়েছিল। নির্বাচক হিসাবে নিজেকে বিশ্ব একাদশে রাখেননি বাবর। কোহলি এবং বুমরাহকে না রাখায় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।পিএসএলে বাবর পেশোয়ার জালমির অধিনায়ক। জালমি টিভির অনুষ্ঠানে বাবরকে বলা হয় বিশ্ব টি-টোয়েন্টি একাদশ নির্বাচন করতে। শর্ত দেওয়া হয় একটি দেশ থেকে দু'জনের বেশি ক্রিকেটার দলে নেওয়া যাবে না। এই শর্ত মেনেই সেরা একাদশ বেছে নিয়েছেন বাবর। কোহলি, বুমরাহকে না নিলেও ভারত থেকে দু'জনকে নিজের পছন্দের দলে রেখেছেন বাবর। তাঁরা হলেন রোহিত শর্মা এবং সূর্যকুমার যাদব।ওপেনার হিসাবে রোহিতের সঙ্গে সতীর্থ মহম্মদ রিজওয়ানকে রেখেছেন বাবর। ব্যাটিং অর্ডারের তিন নম্বরে রেখেছেন জাতীয় দলের আর এক সতীর্থ ফখর জামানকে। চার নম্বরে রয়েছে সূর্যকুমারের নাম। পাঁচ নম্বরে রেখেছেন ইংল্যান্ডের জস বাটলারকে। বাবরের দলের ব্যাটিং অর্ডারের ছ'নম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলার। সাত নম্বরে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো জানসেন। আট নম্বরে রয়েছে আফগানিস্তানের রশিদ খানের নাম। ন'নম্বরে বাবর রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্সকে। ১০ নম্বরে মিচেল স্টার্ক এবং ব্যাটিং অর্ডারের ১১ নম্বরে ইংরেজ জোরে বোলার মার্ক উড।একটি দেশ থেকে দু'জনের বেশি রাখার সুযোগ নেই। আবার ২০ ওভারের ক্রিকেটে ব্যাটার হিসাবে রোহিত এবং সূর্যকুমারকে বাদ দিতে পারেননি বাবর। তাই কোহলি এবং বুমরাহকে দলে নিতে পারেননি পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক।

ফাইনালে ম্যান ইউ বনাম টটেনহ্যাম

অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৪-১ (দুই পর্ব মিলিয়ে ৭-১) চূর্ণ করে ইউরোপা লিগের ফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ইংল্যান্ডের আর এক ক্লাব টটেনহ্যাম হটস্পারও ফাইনালে উঠল বোডো/গ্লিমটকে ২-০ (দুই পর্ব মিলিয়ে ৫-১) হারিয়ে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এই মরসুমে দুই দলই চূড়ান্ত ব্যর্থ। ম্যান ইউ রয়েছে পয়েন্ট টেবলের ১৫তম স্থানে। এক ধাপ পিছনে টটেনহ্যাম। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য ইউরোপা লিগকে বেছে নিয়েছিল দুই ক্লাব। শেষ চারের প্রথম পর্বে ৩-০ জিতেছিল ম্যান ইউ। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে ঘরের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ৩১ মিনিটে মিকেল জারুগেজারের গোলে পিছিয়ে পড়েন ব্রুনো ফার্নান্দেসরা। ৭২ মিনিটে সমতা ফেরান মেসন মাউন্ট। সাত মিনিটের মধ্যেই ২-১ করেন কাসিমেরো। ৮৫ মিনিটে ৩-১ করেন রাসমাস হোয়লান্ড। সংযুক্ত সময়ে পেনাল্টি থেকে ৪-১ করেন মাউন্ট। টটেনহ্যামও শেষ চারের প্রথম পর্বে ৩—১ জিতেছিল। বৃহস্পতিবার ৬৩ মিনিটে ১-০ করেন ডমিনিক সোলাঙ্কি। ছ'মিনিটের মধ্যে ব্যবধান বাড়ান পেদ্রো পোরো।

এক মাস পরেই ডিগবাজি যশস্বীর

এপ্রিলের শুরুর দিকে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে গোয়ার হয়ে খেলবেন। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার থেকে 'নো অবজেকশন শংসাপত্র'ও (এনওসি) চেয়েছিলেন। এক মাস এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই নিজের সিদ্ধান্ত বদলে ফেললেন যশস্বী জয়সওয়াল। জানালেন, তিনি মুম্বইয়ের হয়েই ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে চান।

শুক্রবার মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাকে (এমসিএ) চিঠি দিয়ে এনওসি প্রত্যাহার করার আবেদন করেছেন যশস্বী। তিনি জানিয়েছেন, পারিবারিক পরিকল্পনার কারণেই মুম্বই ছেড়ে গোয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

যশস্বী লিখেছেন, "আমাকে যে এনওসি দিয়েছেন তা প্রত্যাহার করার অনুরোধ করছি। গোয়ায় চলে যাওয়ার পিছনে আমার কিছু পারিবারিক পরিকল্পনা ছিল, যা আপাতত হচ্ছে না। তাই আমি এমসিএ-কে অনুরোধ করছি যাতে অন্তত এই মরসুমে আমাকে মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে দেওয়া হয়। আমি এনওসি এখনও বিসিসিআই বা গোয়া ক্রিকেট সংস্থার কাছে জমা দিইনি।"

চিঠি পেলেও এমসিএ-র তরফে এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু বলা হয়নি। এনওসি এক বার দিয়ে দিলে তা প্রত্যাহার করার সম্ভাবনা বেশ কম। শোনা গিয়েছে, বিসিসিআই এবং গোয়া ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ২ এপ্রিল মুম্বইয়ের কাছে এনওসি চেয়েছিলেন যশস্বী। এমসিএ-র এক কর্তা তখন বলেছিলেন, "আমাদের কাছে এনওসি চেয়েছে যশস্বী। কেন গোয়ায় যাচ্ছে, সে সম্পর্কে কিছুই জানাতে চায়নি।" পরে সংবাদ সংস্থাকে আর এক কর্তা বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই ও কিছু ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল। আমরা সেই আবেদন মেনে নিয়েছি।"

গোয়া ক্রিকেট সংস্থার সচিব শাম্ব দেসাই বলেছিলেন, "ও আমাদের হয়ে খেলতে চায়। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। পরের মরসুম থেকেই ও খেলবে।"

আদতে উত্তরপ্রদেশের ভদোহীর ছেলে হলেও যশস্বীর বড় হওয়া এবং ক্রিকেট খেলার শুরু মুম্বই থেকেই। স্কুল প্রতিযোগিতা হ্যারিস শিল্ডে খেলেছেন। ক্রিকেট খেলার জন্য মুসলিম ইউনাইটেডের তাঁবুতে রাত কাটাতেন। ফুচকাও বিক্রি করেছেন মুম্বইয়ের রাস্তায়। পরে কোচ জ্বালা সিংহের চোখে পড়ে যান এবং জীবন বদলে যায়। গত বছর মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেছেন যশস্বী। জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ম্যাচে দুই ইনিংসে ৪ এবং ২৬ রান করেছিলেন। তার পরে বিদর্ভের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচেও দলে তাঁর নাম ছিল। যদিও গোড়ালির চোট দেখিয়ে সেই ম্যাচে খেলেননি যশস্বী।

অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হল বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ। শুক্রবার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) এক বিবৃতি দিয়ে প্রতিযোগিতা পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে।

গত মরসুম থেকে আইপিএলের ধাঁচে শুরু হয়েছে বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ। এ বার প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বছর। আগামী ১৬ মে থেকে পুরুষদের প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা ছিল। মহিলাদের প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা ছিল ৪ জুন থেকে। কিন্তু এই উত্তেজনার পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলার ক্রিকেট কর্তারা। উপযুক্ত সময়ে সব কিছু বিবেচনা করে প্রতিযোগিতার

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

সোমবার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নৃত্যছন্দমের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রদ্যোত কিশোরের সাথে অভব্য আচরণ করেছেন গোমতী জেলাশাসক

অপসরণের দাবি জানালো ওয়াইটিএফ, আন্দোলনের হুমকি

আগরতলা, ২৬ মে : প্রদ্যোত কিশোরের সাথে অভব্য আচরণ করেছেন গোমতী জেলার জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা। তাই সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নিকট অপসারণের দাবি জানালো ওয়াইটিএফ। নতুবা আগামী চারদিন পর গোমতী জেলার প্রতিটি সরকারি দপ্তরে তালা লাগিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে, হুমকি দেয় মথার যুব সংগঠনের নেতৃত্বরা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তিপরা মথা যুব সংগঠনের এক নেতা বলেন, গতকাল গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমার সঙ্গে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন এবং এডিসির সিইএম তাঁর সরকারি বাসভবনে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু জেলা শাসক তাঁদের সাথে দেখা করেন নি। ন্যূনতম সৌজন্যতা ও দেখায়নি। এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে গোটা রাজ্যে। ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তিপরা মথা যুব সংগঠন। তাঁর কথায়, প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। জেলা শাসক প্রশাসনের চালকের আসনে বসে রয়েছেন। কিন্তু জনগণ সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে গেলে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয় না। তাই আগামী চার দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অপসরণের দাবি জানিয়েছে মথা যুব সংগঠন। অথবা তাঁকে ক্ষমা চাইতে এবং বদলি করার দাবি জানায়। নতুবা চারদিন পর গোমতী জেলার প্রতিটি সরকারি দপ্তরে তালা লাগিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে, হুমকি দেয় তাঁরা।এদিকে এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, জেলাশাসকের মাথায় ভূত চেপেছে, তিনি নিজেকে সাংঘাতিক কিছু মনে করছেন। রাজ্য সরকারের এসকল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন। এধরনের আরো বেশ কয়েকজন অফিসার রয়েছে, তাদের নিজেদের আচরণ সম্পর্কে জংযত হতে বলেন। এদিকে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনও এঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে অফিসার রাজ কায়েম হয়েছে। দুর্বল মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে অফিসাররা তাদের রাজত্ব চালাচ্ছেন। এই ঘটনাকে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা বলেই উল্লেখ করেন তিনিও।

চুরি যাওয়া বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার, ধৃত এক

আগরতলা, ২৬ মে : চুরি যাওয়া বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার সহ এক জন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল আমতলী থানার অন্তর্গত হাঁপানিয়া দাস পাড়া গায়েত্রী দাসের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছিল। চোরের দল সব স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ টাকা নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বাড়ির মালিক থানায় মামলা দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে একজন আটক করে পুলিশ। তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চুরি করার বিষয়টি স্বীকার করেন। তাঁদের কাছ থেকে স্বর্ণালঙ্কার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ধৃত দক্ষিণ রামনগর এলাকার বাসিন্দা সুহেল মিয়া। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের আদালতে তোলা হবে।

কমলপুরে পুলিশের অভিযান, ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবক গ্রেফতার

কমলপুর, ২৬ মে : গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশের অভিযানে ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। কমলপুরের এস ডি পি ও সমুদ্র দেব্বর্মার নেতৃত্বে ধলাই পুলিশ ও কমলপুর থানার যৌথ উদ্যোগে চালানো হয় এই অভিযান।

ধৃত দুই যুবকের নাম সোহম চক্রবর্তী এবং অমিয় কুমার গোপ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩১.৫৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের হেফাজত থেকে এই মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।

এস ডি পি ও সমুদ্র দেব্বর্মা জানান, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। পুলিশের এই ধরনের অভিযান আগামীতেও জারি থাকবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার করেছে রাজ্য পুলিশ। এই অভিযানের ফলে একের পর এক মাদক কারবারি ধরা পড়ছে পুলিশের জালে।

এক টাউট গ্রেপ্তার

বিলোনিয়া, ২৬ মে: বিলোনিয়া থানাধীন আমজাদ নগর এলাকা থেকে এক ভারতীয় টাউটকে আটক করে পুলিশ। সে টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশীদের ত্রিপুরায় প্রবেশে সাহায্য করে। আজ তাকে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে অভিযুক্তকে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত এক মাসের মধ্যে প্রায় একুশ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে তারা সবাই অবৈধভাবে বিলোনিয়া আমজাদ নগর সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। এই কাজে টাকার বিনিময়ে সহযোগিতা করেছে আমজাদ নগর এলাকার কিছু আদম ব্যাপারী। তাদের মধ্য থেকে বিলোনিয়া থানাধীন আমজাদ নগর এলাকা থেকে নাসির উদ্দিন (২৫)নামে এক ভারতীয় টাউটকে গত রবিবার রাতে বিলোনিয়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে আসে থানাতে।নাসির উদ্দিনের বয়স পচিশ বছর। বাড়ি আমজাদ নগর এলাকাতে। সোমবার বেলা আড়াইটায় পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে মানব পাচারকারী হিসেবে অভিযুক্ত নাসিরকে বিলোনিয়া আদালতে

দুষ্কৃতীদের হুমকিতে বাড়িছাড়া দুই ঠিকাদার ঃ অভিযোগ

আগরতলা, ২৬ মে : ঠিকাদারি কাজ করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হুমকিতে পড়ে রাজ্যের দুই উদীয়মান ঠিকাদার শুভ্রজিত পাটোয়ারী ও প্রশান্ত মিত্র বর্তমানে বাড়িছাড়া। আজ আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা গোটা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

শুভ্রজিত পাটোয়ারীর অভিযোগ, শান্তিরবাজার এলাকায় এক টেন্ডারের কাজের বিষয়ে তাঁর থেকে ১৭ লক্ষ টাকা দাবি করে এলাকার কিছু দুষ্কৃতী। কিন্তু তিনি ওই টাকা না দেওয়ায় তাঁকে হুমকি দিতে শুরু করে। এমনকি শুভ্রজিতার বাড়িতে গিয়েও ঝামেলা করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এই অবস্থায় তিনি আগরতলায় এসে পড়েন। তিনি জানান, প্রায় এক মাস ধরে তিনি বাড়িছাড়া। তাঁর দাবি, দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করেছে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে জোরপূর্বক ৫০,০০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। এমনকি, তাঁর বাবার উপর প্রাণঘাতী হামলাও চালানো হয়েছে।

এই ঘটনা নিয়ে শান্তিরবাজার থানায় অভিযোগ জানালে, দুষ্কৃতীরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে শুভ্রজিতকে আবারও লাঞ্ছিত করে বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে তিনি আগরতলা পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করেন। তবে এখনো পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্তদের কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। শুভ্রজিত জানান, এই অবস্থায় তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ডিজি ও এসপি-র কাছে চিঠি পাঠিয়ে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের আবেদন করেছেন। পাশাপাশি, আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও সাধারণ মানুষকে গোটা বিষয়ে অবগত করতে চেয়েছেন। তাঁর আশা, প্রশাসন দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং তিনি সঠিক বিচার ও নিরাপত্তা ফিরে পাবেন।

ওয়াই টি এফের পক্ষে সাংবাদিক সাথে দুর্ব্যবহার ঃ সংবাদ মহলে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ মে।। গতকাল রাত দশটার সময় তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমার সাথে দেখা করার জন্য উনার সরকারি বাসভবনে এসেছিলেন। জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমার নিরাপত্তা কর্মীরা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে জেলা শাসকের সাথে দেখা করার কোন সুযোগ দেননি।দেখা করার কোন সুযোগ না দেওয়ায় আজ সকালে উদয়পুর প্রেসক্লাবে ওয়াই টি এফের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে গুটিকয়েক সাংবাদিকের উপস্থিতিতে গতকালের ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে ওয়াই টি এফ সদস্যরা সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখেন। সেখানে ওয়াই টিএফের পক্ষ থেকে বলা হয় গত একমাস ধরে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন গোমিতি জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম গুলো উন্নয়নমূলক কাজের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য কথা বলতে সময় চেয়েছিলেন কিন্তু জেলা শাসক প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সমর্থনে কোন সময় দিতে পারেননি। ফলে গতকাল রাত আনুমানিক দশটার সময় জেলাশাসকের সরকারি বাসভবনে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন দেখা করার জন্য উপস্থিত হলে জেলা শাসকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনকে জেলা শাসকের সাথে দেখা করতে দেননি। যার জন্য ওয়াইটিএফ আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের সামনে এইসব তথ্য তুলে ধরেন। তথ্য তোলে ধরার সময় সাংবাদিকরা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথেই ওয়াই টি এফের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের বাধা দেন। এই কারণে বাধা দেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে রাজা অথবা মহারাজা সম্বোধন করতে হবে। এই নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে বাক বিতন্ডা হয়। পরবর্তী সময়ে বিকেল তিনটায়
ওয়াই টি এফ-এর নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের সামনে প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনের জেলাশাসক কর্তৃক সময় না দেওয়ার জন্য গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা কে আগামী ৯৬ ঘন্টার মধ্যে বদলি করার এবং প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের গোচরে নেওয়ার আবেদন করেন।এখানে উল্লেখ থাকে যে সাংবাদিকদের সাথে অভব্য আচরণ করে সাংবাদিকদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে ওয়াই টি এফ এবং সাংবাদিকদের মধ্যে বাক বিতন্ডার পর সাংবাদিকরা গোমতী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে ওয়াই টি এফ নেতৃবৃন্দের অভব্য ব্যবহার ও সাংবাদিকদের বাংলাদেশী বলে চিৎকার চেঁচামেচি করার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।অন্যথায় সাংবাদিকরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বড়সড় অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পতে রক্ষা পেল হকার্স কর্ণার

আগরতলা, ২৬ মে : বড়সড় অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পতে রক্ষা পেল হকার্স কর্ণার। বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দমকলকর্মীরা ঘটনাসলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়েছিল।

জানা গিয়েছে, আজ বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড বড়সড় অগ্নিকাণ্ডে থেকে রক্ষা পেল হকার্স কর্ণার। ফলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ওই এলাকার লোকজন এবং পথ চলতিরা আগুন লাগার দৃশ্য হঠাৎ দেখতে পায়। সাথে সাথে দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর পাঠিয়েছেন তাঁরা। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কমলপুরে পুলিশের অভিযান, ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবক গ্রেফতার

কমলপুর, ২৬ মে : গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশের অভিযানে ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। কমলপুরের এস ডি পি ও সমুদ্র দেব্বর্মার নেতৃত্বে ধলাই পুলিশ ও কমলপুর থানার যৌথ উদ্যোগে চালানো হয় এই অভিযান।ধৃত দুই যুবকের নাম সোহম চক্রবর্তী এবং অমিয় কুমার গোপ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩১.৫৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের হেফাজত থেকে এই মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। এস ডি পি ও সমুদ্র দেব্বর্মা জানান, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। পুলিশের এই ধরনের অভিযান আগামীতেও জারি থাকবে।

শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিটের সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে: উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট সোমবার রাজধানীর আগরতলা শহরে পরিবেশ সুরক্ষার তাগিদে এক সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি পালন করে। পথচারীদের হাতে সচেতনতামূলক প্রচার পত্র তুলে দেন এনএসএস-র স্বেচ্ছাসেবীরা। আগরতলা শহর এলাকাকে স্বচ্ছ ও সৌন্দর্য্য বজায় রাখার জন্য আহবান জানিয়েছে মহিলা কলেজের এনএসএস ইউনিট। এন এস এস এর পক্ষ থেকে আগরতলা শহরে সোমবার এক প্রচার কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রচার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে তারা বলেন, শস্য শ্যামলায় পরিপূর্ণ ভারতবর্ষের একটি ছোট্ট রাজ্য হচ্ছে আমাদের এই ত্রিপুরা। লোক সংখ্যার দিক থেকে ও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা লক্ষ্য করছি, কিছুসংখ্যক উদাসীন মানুষের কারনেই নরক গুলজারে পরিনত হচ্ছে পরিবেশ।

ভারত সরকার স্বচ্ছভারত অভিযান প্রকল্পের নামে প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেও বড় বড় রাস্তার পাশে নোংরা আবর্জনার স্তূপ জমার ফলে যে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে পরিবেশে তাতে স্কুল, কলেজ, অফিস যাত্রী এবং সাধারণ পথচারীদের অবস্থা দুর্বিষহ। নোংরা আবর্জনায় মশা ও মাছির উৎপাতে অতিষ্ঠ হচ্ছে মানুষ জন। সঠিক জায়গায় ডাষ্টবিন থাকলেও মানুষ আবর্জনা ডাস্টবিনে না ফেলে রাস্তার পাশে ফেলে দিচ্ছে। যার ফলে একদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের যেমন সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে শহরের সৌন্দর্য্যও বহুলাংশে নষ্ট হচ্ছে। এনএসএস এর স্বেচ্ছাসেবীরা বলেন যদি আমরা সবাই মিলে শপথ নিই, যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলে সঠিক ডাষ্টবিনে ফেলবো এবংস্বচ্ছ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে যুক্ত করবো তাহলেই আগামী দিনের শিশুদের কাছে এই সুন্দর পৃথিবী বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

এআইডিএসও- র উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬তম জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে: আগরতলার ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে এআইডিএসও- এর উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬ তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬তম জয়ন্তী আজ সারা দেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়।

এ উপলক্ষে ওরিয়েন্টে চৌমুহনীতে এআইডিএসও-র উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালন করা হয়। এদিন এ উপলক্ষে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ শাসনা দিন কালে দেশকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করার জন্য তার কাব্যে কবিতায় ও গানের মধ্য দিয়ে সারা দুনিয়ায় যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন আজও তা প্রাসঙ্গিক। কবি কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তাধারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার উপরও এদিন তারা গুরুত্ব আরোপ করেন।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে: ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস দলের সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ দলের অন্যান্য কর্মীরা। আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। কংগ্রেস ভবনে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সহ অন্যান্যরা। কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উজ্জীবিত করার এক অগ্রণী লেখক ও কবি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে তার ক্ষুধার লেখনীতে যেভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামীদের উজ্জীবিত করেছিলেন তা আজও সমসাময়িক বলে উল্লেখ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে শরীর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে: আগরতলার শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে আজ শুরু হয়েছে শরীর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শিবির। প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ এবং যুব বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ সহ অন্যান্যরা। ত্রিপুরা অ্যাটলেটিকস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মত আগরতলা শহীদ ভগৎ সিংহ হোস্টেলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শারীরিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শিবির। যেখানে লেবেল ওয়ান কোচ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পোর্টস কাউন্সিলর সেক্রেটারি সুকান্ত ঘোষ ,যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ সহ অন্যান্যরা।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৬ মে: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানালো বিলোনিয়া মন্ডল।

এই সংবর্ধনা সভাটি হয় সোমবার দুপুরে বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলে। উপস্থিত অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সুচনা করেন। এরপর ডঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ও ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিরা।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রদেশ যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিলোনীয়া মন্ডলের মন্ডল সভাপতি শায়ন্তন দত্ত,বিলোনীয়া পুর পরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, বিলোনীয়া পুরপরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। উদ্বোধক হিসেবে বিধায়ক সুশান্ত দেব আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন, আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের বিষয় হলো বাল্যবিবাহ ও নেশা।

নেশার করাল গ্রাস থেকে সাংস্কৃতিক আঙ্গিনায় আসতে হবে যুব সমাজকে।

তাহলে নেশা থেকে দূরে থাকতে পারবে যুব সমাজ। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধে সকল অভিভাবকদের সচেতনতা থাকার জন্য আবেদন জানান তিনি। এই দিন মোট পাঁচ শতাধিক কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

ভারত মায়ের বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিরঙ্গা র‍্যালি চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৬ মে: বিশালগড় মন্ডল মহিলা মোর্চার উদ্যোগে ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে সোমবার বিকেলে এক তিরঙ্গা যাত্রা সংগঠিত করে।মহিলা মোর্চার উদ্যোগে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। তাকে লক্ষ্য করে, গোটা বিশালগড় বিধানসভা এলাকা থেকে শত শত মহিলা কর্মী সমর্থক এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে বিশালগড় কাপিয়ে তোলে।বিশালগড় মন্ডল অফিস থেকে অফিসটিলা বাজার পর্যন্ত চলে এই তিরঙ্গা রেলি। তবে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশালগড়ের তরুণ বিধায়ক সুশান্ত দেব, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতুসী দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মন্ডল মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা স্মৃতি দেবনাথ, মন্ডল সম্পাদিকা সুমনা ভৌমিক সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা।তরুণ বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন সাংবাদিকদের সামনে একান্ত সাক্ষাতে বীর সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রশংসা করেন, প্রশংসা করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদিকেও। এই দিনের কর্মসূচিতে জাতি উপজাতি থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উভয় অংশের মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

ফোন, নগদ অর্থ সহ গ্রেপ্তার এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: ১০টি মোবাইল ফোন ও তিন হাজার টাকা সহ রাহুল দত্ত নামে একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ। গত ১৫ তারিখ রাত্রিবেলা কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি কৃষ্ণনগর ইউনিটি হসপিটালে প্রবেশ করে প্রণামি বাক্সটি চুরি করে নিয়ে যায়। হাসপাতালের ম্যানেজার প্রসেনজিত মজুমদারের অভিযোগের ভিত্তিতে পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়। যার নাম্বার - ২০২৫ ডব্লিউএজি ০৫৩, ২৫/০৫)২০২৫ ইউ/এস ৩০৫/৩৩১(৪)/৩(৫) অফ বিএনএস।

পরবর্তী সময় একটা টিম গঠন করে তদন্ত নেমে সিসিটিভি থেকে তদন্ত করে গতকাল নন্দননগরের বাসিন্দা রাহুল দত্ত নামে অভিযুক্তকে সনাক্ত করে তাকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তার কাছ থেকে মোবাইলসহ চুরি যাওয়া তিন হাজার টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। যেগুলি প্রণামী বাক্সে ছিল। আজ তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas